BIKRANS
The truth will be revealed

বিক্রান্স বিজনেস
আর্থিক উন্নয়ন

পরীক্ষিত পরিকল্পনা

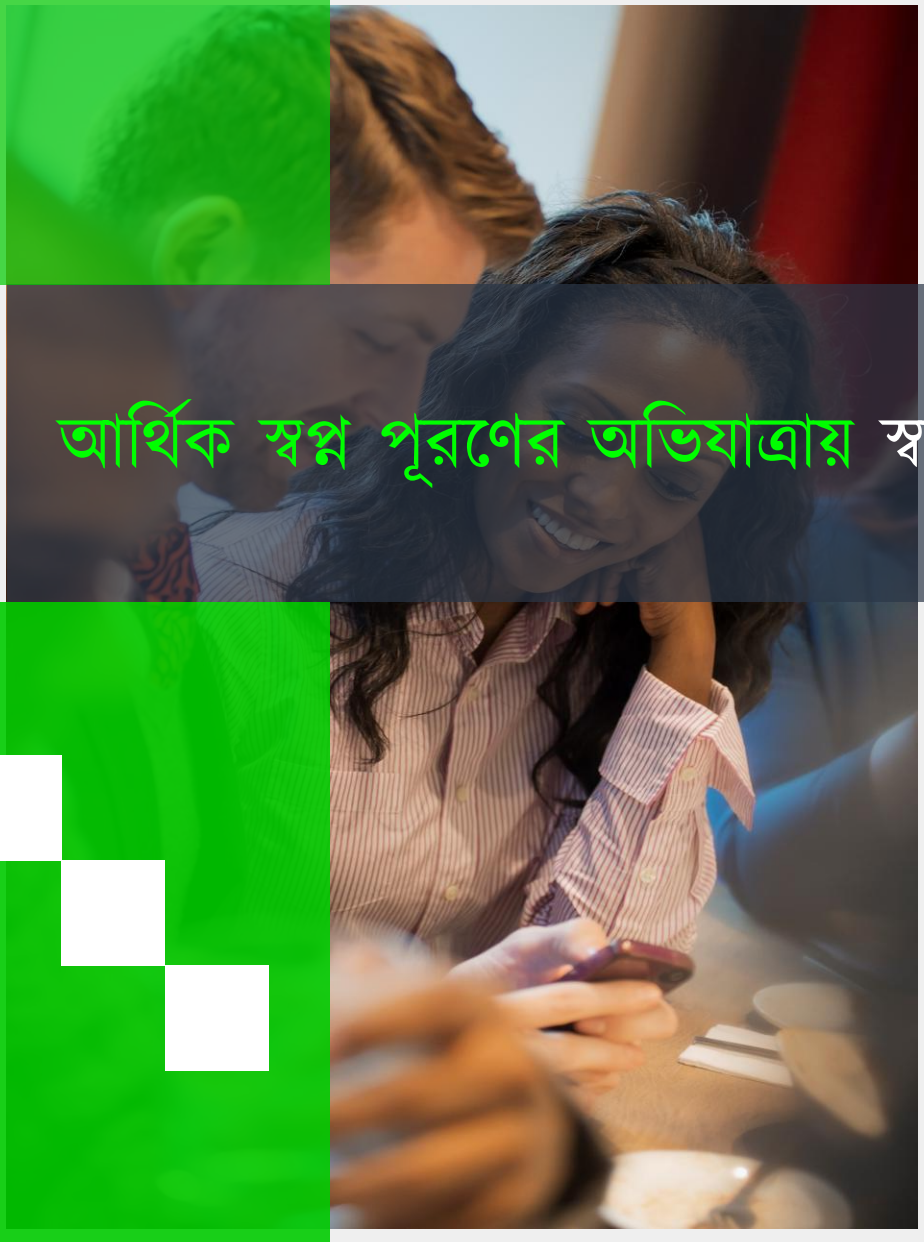

আর্থিক স্বপ্ন পূরণের অভিযাত্রায় স্বাগতম

লেখক: কেনান মাহমুদ

www.bikrans.com

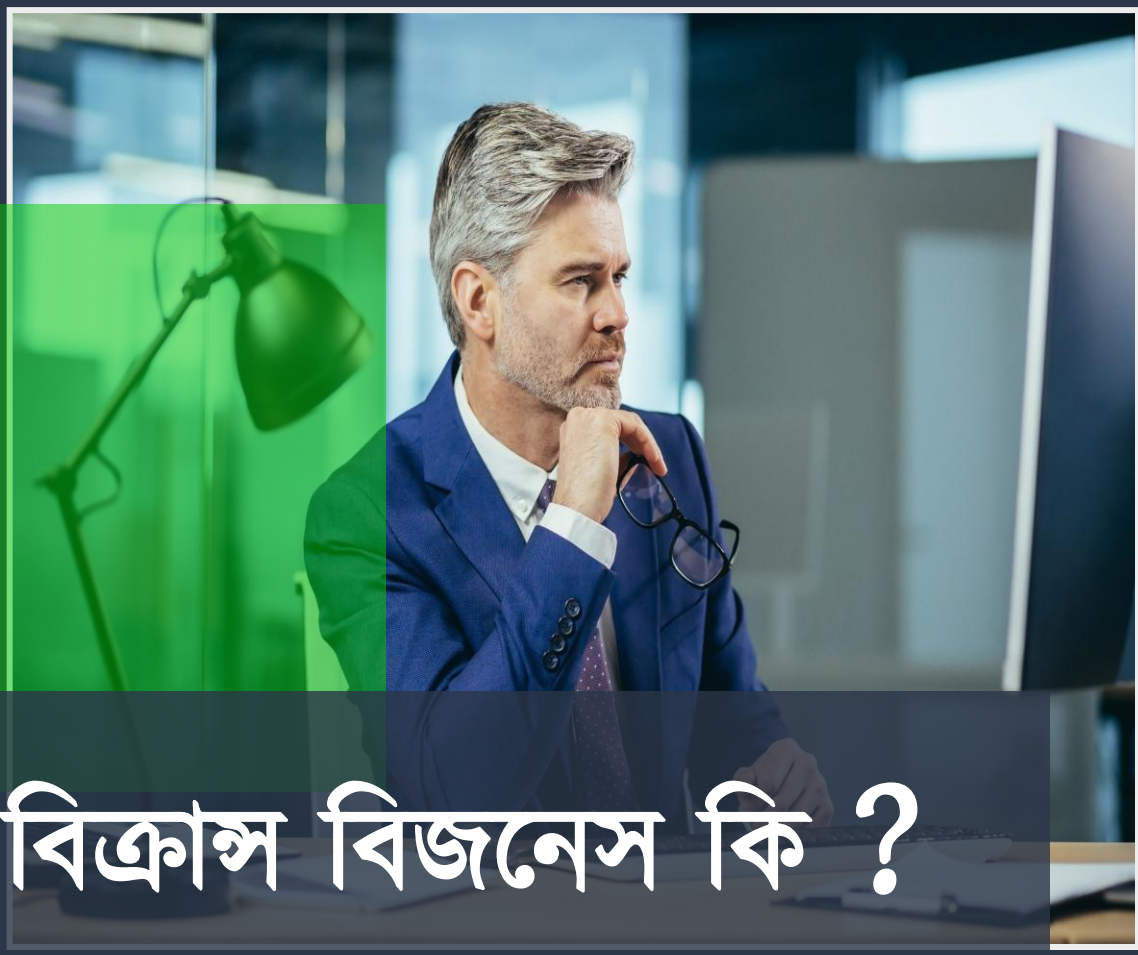

বিক্রান্স বিজনেস কি ?

- বিক্রান্স বিজনেস কোনো সাধারণ বিজনেস নয় এটি এমন এক জীবনধারা ও শিক্ষা-ব্যবস্থা যা মানুষের মানসিক শান্তি, শারীরিক সুস্থতা এবং আর্থিক নিরাপত্তা এই তিনটিকে এক সুশৃঙ্খল, সুনিশ্চিত ও স্থায়ী সমন্বয়ে গড়ে তোলে। বিক্রান্স বিজনেস আমাদের মনে করিয়ে দেয় মানুষ কেবল আয় করার যন্ত্র নয়, সে এক সৃষ্টিশীল আত্মা। জীবনের প্রকৃত উন্নতি আসে তখনই যখন মন শান্ত, শরীর সুস্থ আর অর্থের ব্যবহার হয় নিরাপদ, স্থিতিশীল ও ফলপ্রসূ।

- এখানে শেখানো হয় কীভাবে পরিকল্পিত জীবনযাপন, দায়িত্বশীল চিন্তা, সঞ্চয়ের শৃঙ্খলা এবং বিচক্ষণ আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে আমরা একটি সম্পূর্ণ ও নিরাপদ জীবন গড়ে তুলতে পারি। বিক্রান্স বিজনেস এসে কেবল জীবনের মান বৃদ্ধি পায় না বরং আর্থিক সক্ষমতা অর্জন করে যা নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে।

- এখানে প্রতিটি সদস্য শিখে কীভাবে অর্থকে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার বানানো যায় যা শুধু দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ করে না বরং জীবনকে আরও স্বচ্ছ, স্থিতিশীল ও নিরাপদ করে।

- বিক্রান্স বিজনেস এক চেতনার বিদ্যালয় । এখানে শেখা যায় কীভাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ভরা যায় সাফল্য, আনন্দ, নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক শক্তিতে । এটি কেবল আয় করার স্থান নয় বরং একটি সম্পূর্ণ জীবনের প্রশিক্ষণ যা মানুষের অন্তরের গভীর প্রশান্তি এবং আর্থিক স্বাধীনতা দুটোই নিশ্চিত করে।

আমাদের লক্ষ্য অর্থ থেকে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা

মানুষ যত এগোচ্ছে ততই নিজের শান্তি ও স্রষ্টার সংযোগ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য শুধু আয় করা নয় বরং একটি স্থায়ী ও সম্মানজনক ও আত্মার স্রষ্টামুখী সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তোলা। যেখানে অর্থ থাকবে জীবনের প্রয়োজনে সহায়ক শক্তি হিসেবে আর সমৃদ্ধি আসবে জ্ঞান, নেতৃত্ব, আত্মনির্ভরতা ও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে। বিক্রান্স বিজনেস সেই পথ তৈরি করে দেয় যেখানে আজকের ছোট উদ্যোগ আগামী দিনের বড় সাফল্যে রূপ নেয়। এই যাত্রায় আমরা শুধু নিজের জীবন বদলাই না—আমরা বদলাই আরও অনেক মানুষের ভবিষ্যৎ। সেই সাথে প্রতিটি দিন হয়ে উঠবে স্রষ্টা-স্মরণে শান্তি, প্রজ্ঞা ও অন্তরের আনন্দের উৎসব। কারণ আমরা চাই শুধু আয় নয়, শান্তি, আত্মনির্ভরতা ও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে স্থায়ী সমৃদ্ধি তৈরি হোক।

আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ?

১. আর্থিক স্বনির্ভরতা গঠন: যারা আমাদের সঙ্গে কাজ করবে তাদের আমরা এমন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রশিক্ষণ দেব যা তাদের আত্মনির্ভর, সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে। সততা ও পরিশ্রমকে ভিত্তি ধরে, তারা নিজের জীবনে এবং সমাজে টেকসই সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।

২. নৈতিক ও আত্মিক বিকাশ: আমাদের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে আমরা নৈতিকতা, আদর্শ এবং আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দেব যাতে তারা বস্তুগত সাফল্যের সঙ্গে চরিত্র ও মানসিক দৃঢ়তাও অর্জন করতে পারে।

৩. ইহকাল ও পরকালের ভারসাম্য: যারা আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন এবং সামনের দিনগুলতে যুক্ত হবে, কাজ করবে তারা শিখবে কিভাবে বর্তমানের উন্নয়ন ও ভবিষ্যতের শান্তি একসাথে বজায় রাখা যায়। অর্থাৎ প্রকৃত সফলতা অর্জন করা যায়।

৪. সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ববোধ: আমাদের সদস্যরা কেবল নিজের জন্য নয়, পরিবার, সমাজ ও মানবতার কল্যাণেও সক্রিয় ভূমিকা নেবে। আমরা তাদের এমন সংস্কৃতি ও মনোভাব গড়ে উঠবে যেখানে নিজের উন্নতির সঙ্গে সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখা স্বাভাবিক হবে।

৫. টেকসই সমৃদ্ধির ধারাবাহিকতা: আমাদের লক্ষ্য—যারা আমাদের সঙ্গে কাজ করবে, তারা শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জন করবে না, বরং সমাজে সমৃদ্ধির ধারাও অব্যাহত রাখবে।

BIKRANS আর্থিক পরিকল্পনা

The truth will be revealed

ব্যর্থতা থেকে স্বনির্ভরতার পথে — এটাই বিক্রান্স আর্থিক পরিকল্পনার অঙ্গীকার। আমরা দিচ্ছি এমন এক অব্যর্থ, পরীক্ষিত ও বাস্তবভিত্তিক আর্থিক সিস্টেম যা সহজ পদ্ধতিতে অল্প সময়ের মধ্যেই আপনাকে নিয়ে যাবে সুনিশ্চিত আর্থিক সাফল্যের পথে। বিক্রান্স আর্থিক পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে প্রচুর গবেষণালব্ধ তথ্য ও বাস্তবসম্মত কৌশলের ভিত্তিতে যা আপনার আয় বৃদ্ধির জন্য তৈরি। আমাদের পরিকল্পনা অনুসরণ করলে আপনার আয় ধীরে ধীরে স্থায়ী সম্পদে রূপান্তরিত হবে এবং জীবন হবে আরও সুন্দর। এখানে কোনো কল্পনা নেই আছে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাস্তব ফলাফলের শক্তি। এটি কেবল একটি পরিকল্পনা নয় বরং একজন নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক যা আপনাকে শেখাবে কীভাবে পরিশ্রমকে দক্ষতায় আর দক্ষতাকে সাফল্যে রূপান্তরিত করতে হয় । বিক্রান্স বিশ্বাস করে সঠিক পরিকল্পনা, ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই আর্থিক স্বাধীনতার একমাত্র চাবিকাঠি। আমাদের লক্ষ্য একটিই আপনার অর্থনৈতিক সুরক্ষা, সাফল্য ও প্রশান্ত জীবন নিশ্চিত করা। বিক্রান্স আর্থিক পরিকল্পনা যেখানে স্বপ্ন নয়,বাস্তবেই ঘটে সাফল্যের গল্প।

মানুষই অর্থ অর্জন করতে চায়

জীবনের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে প্রতিটি মানুষই অর্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং তা অর্জনে সচেষ্ট হয়। অর্থ শুধুই বস্তুগত সুখ-সুবিধা নয়, এটি স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য পূরণের মূল চাবিকাঠি। যখন একজন ব্যক্তি তার দায়িত্ব ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হয় তখন সে অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করে। এটি কেবল তার জন্য নয় বরং তার পরিবার, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং ব্যক্তিগত উন্নতির জন্যও অপরিহার্য হয়ে উঠে। অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে এটি জীবনে স্থায়ী নিরাপত্তা, শান্তি এবং সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

জীবন জাগরণ-জয়

বাস্তবতা পরিকল্পনা সাফল্য

সহজ ও সম্মানজনক জীবিকা

সময়ের ন্যায্য ব্যবহার ও আর্থিক অগ্রগতি

আমার জীবন মুক্ত আনন্দময় ও স্বাধীন

বিক্রান্স বিজনেস মোবাইল ডাটা সেন্টার

বিক্রান্স বিজনেস আধুনিক প্রযুক্তির শক্তিকে ব্যবসায়িক বিকাশের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলছে একটি স্মার্ট, নিরাপদ ও প্রযুক্তিনির্ভর বিজনেস ডাটা সেন্টার যা হবে বিক্রান্স বিজনেস এর সমগ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনার মস্তিষ্ক। এখানে উন্নত ডেটা সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত সহায়ক সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাহকের চাহিদা ও পছন্দকে নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করা হবে। ফলে প্রতিষ্ঠানটি আরও দ্রুত, নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

বিক্রান্স বিজনেস তার প্ল্যাটফর্মে স্মার্ট অ্যাপস, রিয়েল-টাইম মনিটরিং, অ্যানালিটিক্স, এবং স্বয়ংক্রিয় সেবা ব্যবস্থাপনা (Automation System) সংযোজনের মাধ্যমে গ্রাহক অভিজ্ঞতাকে করবে সহজ, কার্যকর ও প্রযুক্তিনির্ভর। আমাদের লক্ষ্য— প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে একটি ডিজিটালি এমপাওয়ার্ড বিজনেস ইকোসিস্টেম তৈরি করা যেখানে গ্রাহক, প্রতিনিধি ও প্রতিষ্ঠান সবাই একসাথে উন্নয়নের যাত্রায় অংশ নেবে।

বিক্রান্স বিজনেস বিশ্বাস করে উদ্ভাবনী চিন্তা, স্বচ্ছতা ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা—এই তিন মূল স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের সফল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। সেই ভবিষ্যতেরই অংশ হতে বিক্রান্স বিজনেস দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে একটি আধুনিক, স্মার্ট ও স্বচ্ছ বাংলাদেশের ডিজিটাল অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে।

বিক্রান্স বিজনেস প্রস্তাবনা

বিক্রান্স বিজনেসে অর্থ আয় করতে পারে যেকোনো শ্রেণী ও পেশার মানুষ। কারণ মানুষ যে পেশাতেই যুক্ত থাকুক না কেন, তার মূল উদ্দেশ্য থাকে সৎ, হালাল ও বৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করা। চাকরিজীবী, পেশাজীবী, গৃহিণী, মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত, ছাত্র-ছাত্রী, ডাক্তার, হেকিম-কবিরাজ কিংবা একজন সিঙ্গেল মাদার—নারী বা পুরুষ নির্বিশেষে—যারা সম্মানজনক ও বৈধ উপায়ে আয় করতে চান, তাদের জন্য BIKRANS BUSINESS হতে পারে একটি অনন্য ও সময়োপযোগী পেশাগত সুযোগ। BIKRANS BUSINESS এমন একটি আধুনিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে, যেখানে খুব সহজেই নিজের অবস্থান থেকেই কাজ করা যায়। এখানে কাজ করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া নেই। আপনি যখন সময় পাবেন, তখনই এই বিজনেসে যুক্ত হয়ে কাজ করতে পারবেন। এই স্বাধীনতাই BIKRANS BUSINESS কে অন্যান্য প্রচলিত আয়ের সুযোগ থেকে আলাদা করেছে।এই বিজনেসে কাজ করার সময় আপনি কোনো অতিরিক্ত চাপ অনুভব করবেন না। বরং নিজের কমফোর্ট জোনে থেকে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কাজ করে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি অনুভব করবেন। এটি এমন একটি সুযোগ, যেখানে আপনি নিজের স্বপ্ন নিজেই বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা অর্জন করবেন। এখানে রয়েছে অফুরন্ত আয়ের সম্ভাবনা, যা একই সঙ্গে বাস্তবসম্মত ও অনুপ্রেরণাদায়ক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—BIKRANS BUSINESS এর বিজনেস মডেল অত্যন্ত সহজ, সরল ও স্বচ্ছ। অল্প সময় নিয়ে যদি আপনি এই বিজনেস সম্পর্কে স্টাডি করেন, তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন এটি কতটা কার্যকর এবং আপনার জন্য কতটা উপযোগী। এটি কোনো জটিল বা অস্পষ্ট ব্যবস্থা নয়; বরং একটি সুসংগঠিত নিজস্ব বিজনেস কাঠামো, যা আপনার স্বপ্ন পূরণের পথে একটি নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হয়ে কাজ করবে। আপনি যদি সৎভাবে আয় করতে চান, সময় ও স্বাধীনতার যথাযথ মূল্য দেন এবং নিজের ভবিষ্যৎ নিজ হাতে গড়ে তুলতে চান, তাহলে আজই এই **সম্পর্কে জানুন ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিন।**

BIKRANS BUSINESS — আপনার স্বপ্ন পূরণের বাস্তব ও নির্ভরযোগ্য সুযোগ।

বিক্রান্স বিজনেস ডিস্ট্রিবিউটর হওয়ার পদ্ধতি

বিক্রান্স বিজনেস ডিস্ট্রিবিউটরশিপ প্রোগ্রামে স্বাগতম। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি আমাদের পণ্য প্রচার এবং বিপণনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে পারবেন। বিক্রান্স বিজনেস নিয়ম অনুযায়ী নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করলেই আপনি একজন নিবন্ধিত বিক্রান্স বিজনেস ডিস্ট্রিবিউটর হতে পারবেন —

১ বিক্রান্স বিজনেস রেফারেল আইডি সংগ্রহ

আপনার আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বিক্রান্স বিজনেস -এর একজন বিদ্যমান ডিস্ট্রিবিউটরের রেফারেল আইডি (User ID) প্রয়োজন হবে। এই আইডির মাধ্যমেই আপনি বিক্রান্স বিজনেস নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন। রেফারেল আইডির মাধ্যমে বিক্রান্স বিজনেস আপনার পৃষ্ঠপোষকতা ও সঠিক দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করবে, যা ভবিষ্যতে কমিশন ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণে সহায়ক হবে।"

২ ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদান

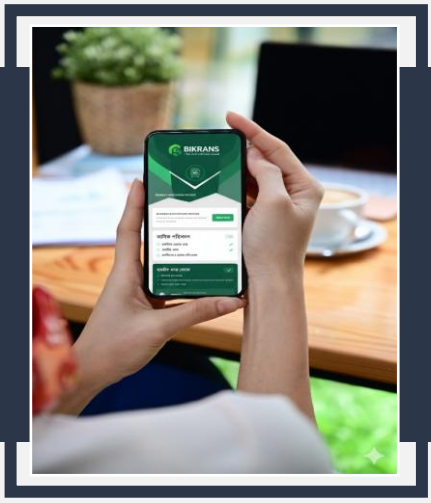

৩ ব্যবহার বা বিক্রয়ের জন্য পণ্য ক্রয় করা

বিক্রান্স বিজনেসে যুক্ত হতে বিক্রান্সের পণ্য তালিকা থেকে নিজের প্রয়োজন বা কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী মাত্র ৭টি পণ্য নির্বাচন করে ক্রয় করলেই আপনি সদস্য হতে পারবেন। এই পণ্যগুলো আপনি চাইলে নিজে ব্যবহার করতে পারেন, আবার বিক্রয়ের মাধ্যমেও নিয়মিত আয়ের সুযোগ তৈরি করতে পারেন। পণ্য ক্রয় সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি আপনার ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেয়ে যাবেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রান্সের একজন সক্রিয় সদস্য হয়ে যাবেন। পণ্য ব্যবহার, অভিজ্ঞতা শেয়ার এবং পরিকল্পিত বিপণনের মাধ্যমে আপনার আয়ের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে আরও বিস্তৃত হবে।

BIKRANS
The truth will be revealed

বিক্রান্স বিজনেস নিবন্ধন প্রক্রিয়া

BUSINESS REGISTRATION PROCESS

১. সহজ ও গ্রাহকবান্ধব নিবন্ধন:

বিক্রান্স বিজনেসের নিবন্ধন প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ, স্বচ্ছ ও গ্রাহকবান্ধব। আমরা বিশ্বাস করি—যে মুহূর্তে একজন গ্রাহক বিক্রান্স বিজনেস থেকে কোনো প্রোডাক্ট ক্রয় করেন, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই আমাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের সূচনা ঘটে।

প্রোডাক্ট ক্রয়ের মাধ্যমেই তার নিবন্ধন সম্পন্ন হয়—অতিরিক্ত কোনো ধাপ বা জটিলতা ছাড়াই।

---

২. অতিরিক্ত ফি ছাড়াই স্বয়ংক্রিয় নিবন্ধন:

নিবন্ধনের জন্য কোনো অতিরিক্ত ফি বা চার্জ প্রদান করতে হয় না। গ্রাহক শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী সর্বনিম্ন সাতটি বা তার বেশি প্রোডাক্ট ক্রয় করলেই তার নিবন্ধন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়।

এই প্রক্রিয়া গ্রাহকের জন্য যেমন সহজ, তেমনি বিশ্বাসযোগ্য ও নিশ্চিন্ত।

---

৩. উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সুযোগ:

বিক্রান্স বিজনেসের মূল দর্শন—“সবার উন্নয়ন, সবার অগ্রগতি।” আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি মানুষ সম্মানজনকভাবে জীবনযাপনের অধিকার রাখে। সেই লক্ষ্যেই আমরা তৈরি করেছি একটি নৈতিক, নিরাপদ ও সঠিক উপায়ের প্ল্যাটফর্ম, যেখানে গ্রাহকরা সহজেই নিজেদের আর্থিক অগ্রগতি, আত্মনির্ভরতা ও সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে পারেন।

বিক্রান্স বিজনেস কমিশন প্ল্যান

সঠিক চিন্তা, আধুনিক প্রযুক্তি আর মানুষের প্রয়োজন এই তিনের সমন্বয়ে স্বপ্নকে বাস্তব করার এক বাস্তবভিত্তিক যাত্রা।

বিভাগীয় প্রতিনিধি

জেলা প্রতিনিধি

উপজেলা প্রতিনিধি

ইউনিয়ন প্রতিনিধি

ওয়ার্ড প্রতিনিধি

বিক্রান্স বিজনেসে একজন ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই, তিনি উপরের যেকোনো একটি ইনকাম সুবিধা থেকে আয় করা শুরু করতে পারেন। সময়ের সাথে নিজের নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তিনি অনায়াসেই সবগুলো ইনকাম সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হন। এটি কেবল একটি ব্যবসায়িক সুযোগ নয় বরং একটি বাস্তব ও টেকসই সম্ভাবনা, যা একজন ব্যক্তির আর্থিক উন্নয়ন, আত্মনির্ভরতা এবং জীবনের অগ্রযাত্রায় অনন্য ভূমিকা রাখে।

BIKRANS
The truth will be revealed

আরোগ্যের শ্রেষ্ঠ উৎস—প্রকৃতি

প্রোডাক্ট পরিচিতি

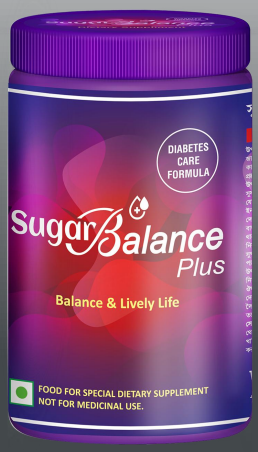

BIKRANS
The truth will be revealed

জেড ডায়া

- ৭৫৫ টাকা ডিস্ট্রিবিউটর মূল্য
- ১১৫৫ টাকা খুচরা বিক্রয় মূল্য
- ৪০০ টাকা ডিস্ট্রিবিউটর ইনকাম

স্বাস্থ্য সেবায় মূল্য সংযোজন করুন

ডায়াবেটিস সেবায়
মানবিক দায়িত্ব পালন
করে সঠিক ও স্বচ্ছ
আয় নিশ্চিত করুন

bikrans.com

ডায়াবেটিস ?

জেড ডায়া নতুন আশা

ডায়াবেটিস আজ শুধু রোগ নয়, এটি এক নীরব মহামারি। আধুনিক জীবনের অনিয়ম এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসই এর মূল কারণ। আমেরিকায় প্রতি ৯ জন প্রাপ্তবয়স্কের একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, আর প্রতি ৩ জনে একজন প্রি-ডায়াবেটিক। যদি এই হার বাড়তে থাকে, ২০৫০ সালে প্রতি ৩ জনে একজন আক্রান্ত হবে। বাংলাদেশেও প্রতি ১০ জনে একজন ডায়াবেটিসে ভুগছে, এবং এটি মৃত্যুর সপ্তম প্রধান কারণ। বিশ্বজুড়ে এর ভয়াল ছায়া বেড়েই চলেছে। তাই ডায়াবেটিসকে এখন বলা হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর 'প্লেগ'। সচেতন হোন—সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মিত ব্যায়ামই প্রতিরোধের মূল চাবিকাঠি।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

নিরাময়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময়ে জীবনধারার পরিবর্তনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই ধারণার ভিত্তি স্থাপন করেন আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির মেডিসিন বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডা. নিল বার্নার্ড, এবং এ বিষয়ে আরও এগিয়ে আসেন ডা. জোয়েল ফুরম্যানসহ অন্যান্য গবেষকরা। তারা প্রমাণ করেছেন, সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারায় পরিবর্তন আনা ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময়ে কার্যকর। পাশাপাশি, পরীক্ষিত আয়ুর্বেদিক ওষুধ জেড ডায়া সেবনও এই প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

www.bikrans.com

ডায়াবেটিস কী ?

প্রতিটি বাহনের জন্যে প্রয়োজন জ্বালানি, যেমন ডিজেল পেট্রোল অকটেন ইত্যাদি। শরীররূপী আমাদের এই বাহনেরও জ্বালানি প্রয়োজন। শরীরের মূল জ্বালানি হচ্ছে গ্লুকোজ। আমাদের শরীরের যত ধরনের কাজ আছে- নড়াচড়া হাঁটা দৌড়ানো চিন্তা করাসহ সকল ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয় গ্লুকোজ। শর্করা জাতীয় খাবার গ্রহণের পর হজমশেষে গ্লুকোজ ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে রক্তে প্রবেশ করে। ইনসুলিনের সাহায্যে গ্লুকোজ রক্ত থেকে কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বিপাকক্রিয়ায় অংশ নিয়ে শক্তি তৈরি করে। কোনো কারণে রক্ত থেকে গ্লুকোজ কোষের ভেতরে প্রবেশ করতে না পারলে রক্তে গ্লুকোজ জমা হতে থাকে। ফলে রক্তের গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে যায়। একপর্যায়ে এই বাড়তি গ্লুকোজ কিডনি প্রস্রাবের সাথে বের করে দেয়। রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজ কিন্তু কোষের মধ্যে গ্লুকোজ স্বল্পতা, আর প্রস্রাবে গ্লুকোজের উপস্থিতি-এই অবস্থার নামই ডায়াবেটিস।

ডায়াবেটিসের ধরন

১. টাইপ-১ ডায়াবেটিস (১০%) এ-ক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয় থেকে কোনো ইনসুলিন তৈরি হয় না।
একমাত্র চিকিৎসা ইনসুলিন। এটি জীবনাচারের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

২. টাইপ-২ ডায়াবেটিস (৯০%)
এ-ক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন তৈরি হলেও শরীরে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বা ইনসুলিন প্রতিরোধিতা সৃষ্টির ফলে শরীর যথাযথভাবে ইনসুলিন ব্যবহার করতে পারে না। ভুল জীবনাচারের কারণে এটি হয়ে থাকে।

ডায়াবেটিসের ক্ষতিকর প্রভাব

দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে ভুগলে যে-সব রোগ হতে পারে তার মধ্যে করোনারি হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ (৭৫% ডায়াবেটিসের রোগী উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত), স্ট্রোক, অন্ধত্ব, কিডনি রোগ, গ্যাংগ্রিন, ক্যান্সার অন্যতম।

ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ

বার বার ক্ষুধা লাগা, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, অবসন্নতা, ওজন কমে যাওয়া, অপুষ্টি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস ধরা পড়ে ঘটনাচক্রে অর্থাৎ অন্য কোনো রোগের চিকিৎসায় পরীক্ষা-নিরীক্ষাকালে।

ডায়াবেটিস নির্ণয় করার উপায়

রক্তে স্বাভাবিক সুগারের মাত্রা

	সকালে খালি পেটে রক্তের সুগার (FBS)	নাশতার দুই ঘন্টা পর রক্তের সুগার (PPBS)
নন-ডায়াবেটিক	৪.০-৫.৫ মিলি মোল/ লি.	৭.৮ মিলি মোল/ লি. পর্যন্ত
টাইপ-২ ডায়াবেটিক	৪.০-৭.০ মিলি মোল/ লি.	< ৮.৫ মিলি মোল/ লি.

ডায়াবেটিস নির্ণয় করা হয় যেভাবে

	সকালে খালি পেটে রক্তের সুগার (FBS)	নাশতার দুই ঘন্টা পর রক্তের সুগার (PPBS)	HbA1c
স্বাভাবিক	< ৫.৬ মিলি মোল/লি.	< ৭.৮ মিলি মোল/লি. পর্যন্ত	
প্রি-ডায়াবেটিক	৫.৬-৬.৯ মিলি মোল/লি.	৭.৮-১১.০ মিলি মোল/লি.	৫.৭%-৬.৪%
ডায়াবেটিক	≥ ৭.০ মিলি মোল/লি.	≥ ১১.১ মিলি মোল/লি.	≥ ৬.৫%

জেনে অবাক হবেন, আমাদের রক্তে যে পরিমাণ সুগার বা চিনি থাকে তার পরিমাণ মাত্র এক চা চামচ। আমরা যদি প্রতিদিন চা/ কফি/ কোমল পানীয়/ মিষ্টান্ন/ অন্য কোনো খাবারের সাথে ২/৩/৪/৫ চা চামচ চিনি খাই, তখন রক্তের সুগার বেড়ে দাঁড়ায় কয়েকগুণ-যা স্থূলতা, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ও টাইপ-২ ডায়াবেটিসের কারণ।

টাইপ-২ ডায়াবেটিসের প্রচলিত চিকিৎসা

বিশ্বব্যাপী যত ডায়াবেটিস রোগী আছে তার ৯০ শতাংশই আক্রান্ত টাইপ-২ ডায়াবেটিসে। প্রচলিত চিকিৎসায় বলা হয়, এ রোগ ভালো হয় না। যেহেতু ডায়াবেটিস রোগে রক্তের সুগার লেভেল সহজেই বেড়ে যায়, তাই এর চিকিৎসায় চিনি ও শর্করা জাতীয় খাবার, মিষ্টি ফল ইত্যাদি কম/ পরিমিত খেতে বলা হয় যেন রক্তের সুগার লেভেল বেড়ে যেতে না পারে। অথচ বাস্তবে দেখা গেছে, মিষ্টি জাতীয় খাবার নিয়ন্ত্রণ করার পরও ডায়াবেটিস উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। রক্তের এই বাড়তি সুগার কমানোর জন্যে তখন ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। "জেড ডায়া আয়ুর্বেদিক ফর্মুলারিজ" হলো একটি পরীক্ষিত ও কার্যকর আয়ুর্বেদিক ঔষধ, যা দীর্ঘদিন ধরে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শে অসংখ্য ডায়াবেটিস রোগী সেবন করে উপকার পাচ্ছেন। নিয়মিত ব্যবহার ও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবনের মাধ্যমে অনেকেই সফলভাবে তাদের ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আগামী দিনে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য জেড- ডায়া হচ্ছে নতুন আশার আলো এবং নতুন বিশ্বাসের প্রতীক—একটি প্রাকৃতিক সমাধান, যা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা।

প্রকৃতির শক্তিতে ডায়াবেটিসের স্থায়ী সমাধান

ডায়াবেটিস—একটি রোগ নয়, এটি এক নিঃশব্দ মহামারী। একটি ধীরে গিলে খাওয়া অন্ধকার, যা মানুষকে প্রতিদিন একটু একটু করে ভেঙে দেয়, শুকিয়ে দেয়, দুর্বল করে দেয়। বাইরে থেকে হয়তো আপনাকে দেখে কেউ বুঝতে পারে না কিন্তু আপনার নিজের হৃদয় জানে আপনি আগের সেই মানুষটি আর নেই। হয়তো একসময় আপনি ছিলেন প্রাণবন্ত, শক্তিতে ভরপুর, স্বপ্নময়। কিন্তু এখন? একটু হাঁটলেই হাঁফ ধরে, কাজ করতে করতে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, হঠাৎ মাথা ঘুরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না, রাতে পা জ্বালা করে ঘুম ভেঙে যায়, প্রতিটি ক্ষত সারতে দ্বিগুণ সময় লাগে। আর প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই মনে হয়—"আজ সুগার কত দাঁড়িয়েছে ?

সুগার ব্যালেন্স প্লাস

এটাই কি জীবনের নাম ?

এটাই কি আপনার প্রাপ্য ? না। এটা কোনো একদিনে হয়নি। এটি বছরের পর বছর জমে থাকা যন্ত্রণা, ভেতরের অঙ্গগুলোতে ধীরে ধীরে তৈরি হওয়া ক্ষতি আর আমাদের অজ্ঞতা, ভয় এবং নিরুপায় সিদ্ধান্তের ফল। আমরা কী করি? প্রতিদিন আরেকটি ট্যাবলেট, আরেকটি ওষুধ, আরেকটি নতুন প্রেসক্রিপশন। সুগার কমলেই স্বস্তি পাই মনে করি সব ঠিক আছে। কিন্তু সত্যিটা ছুঁড়ির এর মতো ধারালো—ওষুধ শুধু সংখ্যাটা কমায়, কারণটাকে স্পর্শও করে না। প্যানক্রিয়াস দুর্বলই থাকে, ইনসুলিন উৎপাদন কমতেই থাকে, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বেড়েই চলে আর একসময় সেই ওষুধই কাজ করা বন্ধ করে দেয়। তখন ডাক্তাররা বলেন— "ডোজ বাড়ান", "আরেকটা ওষুধ যোগ করুন", "ইনসুলিন নিন" ইত্যাদি। এটাই ডায়াবেটিসের বর্বরতা একটি চক্র যা মানুষকে ধীরে ধীরে বেঁধে ফেলে, চাপা যন্ত্রণায় ডুবিয়ে রাখে আর জীবনের প্রতিটি স্বপ্ন, প্রতিটি শক্তিকে গ্রাস করে। ঠিক এই জায়গায় প্রকৃতি তার হাত বাড়ায়। প্রকৃতি কখনো হঠাৎ করে বিস্ময় সৃষ্টি করে না কিন্তু এক গভীর, ধীর, গভীরতম শক্তি দিয়ে যা নষ্ট হয়ে গেছে তাকে আবার জীবিত করে তুলতে পারে। প্রকৃতির এই পুনর্জাগরণের শক্তিতেই তৈরি হয়েছে— সুগার ব্যালেন্স প্লাস। এটি কোনো দ্রুত ফলের ফাঁকা প্রতিশ্রুতি নয়। এটি প্রকৃতির বিজ্ঞান। এটি শরীরের প্রাকৃতিক পুনর্গঠনের পথ।

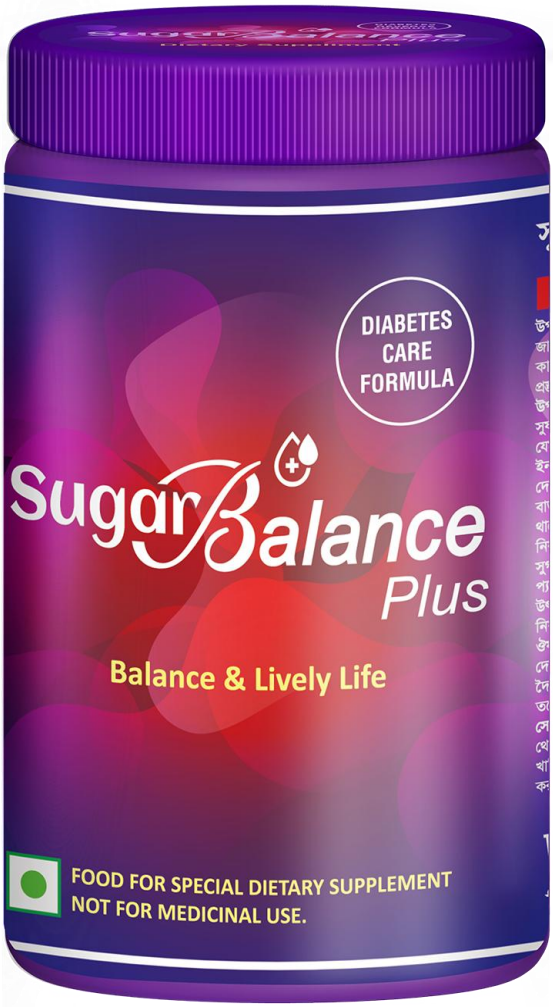

রাসায়নিক ওষুধ বনাম সুগার ব্যালেন্স প্লাস বিষয় তুলনামূলক আলোচনা

প্রভাব রাসায়নিক ওষুধ: সাময়িক আর অস্থায়ী উপশম। সুগার ব্যালেন্স প্লাস: গভীর, দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রাকৃতিক সমাধান।

কাজের ক্ষেত্র রাসায়নিক ওষুধ: শুধুমাত্র রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণ করে। সুগার ব্যালেন্স প্লাস: প্যানক্রিয়াস, লিভার, কিডনি ও নার্ভ পর্যন্ত প্রভাব ফেলে, শরীরের ভিতর থেকে সুগার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রাসায়নিক ওষুধ: অনেক সময় মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

সুগার ব্যালেন্স প্লাস: সম্পূর্ণ নিরাপদ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত।

নির্ভরতা রাসায়নিক ওষুধ: আজীবন নির্ভর হতে হয়।

সুগার ব্যালেন্স প্লাস: ধীরে ধীরে প্রাকৃতিকভাবে সুগার নিয়ন্ত্রণে আসে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব হয়।

উদ্দেশ্য : সুগার ব্যালেন্স প্লাস কেবলমাত্র রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণ করে না এটি মূল কারণের চিকিৎসা করে, শরীরের ভিতর থেকে স্থায়ী সমাধান দেয়।

কেনো সুগার ব্যালেন্স প্লাসে আস্থা রাখবেন ?

কেনো সুগার ব্যালেন্স প্লাসে আস্থা রাখবেন?এটি শুধু লক্ষণ নয় মূল কারণ নিরাময় করে। শরীরের প্রাকৃতিক ইনসুলিন উৎপাদন ক্ষমতা ফিরিয়ে আনে। লিভার, কিডনি ও নার্ভকে সুরক্ষিত রাখে। রাসায়নিক নয়, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ।

Blood Sugar Reducing Level (নিয়মিত সেবনে) সময় কাল গ্লুকোজের মাত্রা (mmol/l) ৩০ দিন ~ ৯.০৬০ দিন ~ ৭.০৯০-১২০ দিন ~ ৬.০ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টস (প্রতি ২৫ গ্রাম) Energy: 430 kcalProtein: 39.60 gmCarbohydrate: 41.20 gmFat: 14.25 gmFiber: 6.58 gmVitamin C: 410 mgIron: 14.90 mgCalcium: 155 mgPotassium: 8.89 mgVitamin D: 310 IUArsenic, Lead, Mercury: ণিল

সুগার ব্যালেন্স প্লাস কেন অপরিহার্য ?

- আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা ও অস্বাস্থ্যকর জীবনধারায় ডায়াবেটিসের ঝুঁকি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- কেমিক্যাল ওষুধে সাময়িক উপশম মিললেও স্থায়ী সমাধান মেলে না।
- Sugar Balance Plus একমাত্র প্রাকৃতিক সাপ্লিমেন্ট যা: শরীরের ইনসুলিন কার্যকারিতা স্বাভাবিক করে।
- অতিরিক্ত গ্লুকোজকে শক্তিতে রূপান্তর করে।
- ওজন, কোলেস্টেরল এবং হৃদযন্ত্রকে সুরক্ষা দেয়।

সুগার ব্যালেন্স প্লাস ব্যবহারবিধি

১. সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ : প্রতিদিন ১ চা-চামচ (৫ গ্রাম)। খালি পেটে বা খাবারের পরে যে কোনো সময় সেবন করা যায়২. নতুন ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে (ওষুধ/ইনসুলিন নেই)সকাল: খালি পেটে ১ চা-চামচ (৫ গ্রাম) রাত: ঘুমানোর আগে ১ চা-চামচ (৫ গ্রাম) ৩. যারা ডায়াবেটিসের ওষুধ/ইনসুলিন ব্যবহার করছেন সকালের নিয়ম ঘুম থেকে ওঠার পর ওষুধ বা ইনসুলিন নেওয়ার আগে ১০০ মি.লি. বা আধা গ্লাস পানিতে ১ চা-চামচ সুগার ব্যালেন্স প্লাস ভিজিয়ে রাখুন (৩০-৬০ মিনিট)

২. নাস্তা করুন ,নাস্তার ৩০ মিনিট পরে ভিজানো সুগার ব্যালেন্স প্লাস সেবন করুন ১ গ্লাস পানি পান করুন ➞ রাতের নিয়ম: রাতের খাবারের ৩০ মিনিট পরে ১ চা-চামচ (৫ গ্রাম) এবং ১ গ্লাস পানি পান করুন।
৪. যারা শুধুমাত্র ইনসুলিন ব্যবহার করেন "বিশেষ নির্দেশনা"
৫. প্রথম দিন থেকেই ইনসুলিন নেওয়ার আগে সুগার পরিমাপ করুন
৬. সুগার ব্যালেন্স প্লাস ১৫ দিন নিয়মিত সেবনের পর আবার সুগার পরীক্ষা করুন
৭. নিয়ন্ত্রণে আসলে ধীরে ধীরে ইনসুলিন কমানো যেতে পারে
উদাহরণ: আগে: সকাল ১০ ইউনিট, রাত ১২ ইউনিট
১৫ দিন পরে: সকাল ৮ ইউনিট, রাত ১০ ইউনিট।
মনে রাখবেন হঠাৎ ইনসুলিন বন্ধ করা যাবে না।

আপনার জন্য বা প্রিয়জনের জন্য সবচেয়ে বড় উপহার হতে পারে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত আজই শুরু করুন সুগার ব্যালেন্স প্লাস সেবন কারণ প্রতিদিনের ছোট প্রাকৃতিক পদক্ষেপ আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারে ডায়াবেটিসমুক্ত, স্বাভাবিক ও উদ্যমী জীবন।

স্মরণ রাখুন: "ডায়াবেটিসকে জয় করা সম্ভব — যদি আপনি প্রকৃতির শক্তিকে বিশ্বাস করেন।
" সুগার ব্যালেন্স প্লাস — প্রকৃতির ভরসা, সুস্থ জীবনের প্রতিশ্রুতি

BIKRANS
The truth will be revealed

সুগার ব্যালেন্স

- ৭৫৫ টাকা ডিস্ট্রিবিউটর মূল্য
- ১১৫৫ টাকা খুচরা বিক্রয় মূল্য
- ৪০০ টাকা ডিস্ট্রিবিউটর ইনকাম

ডায়াবেটিস স্বাস্থ্য সেবায় অবদান রাখুন সঠিক পথে অর্থ আয় করুন

bikrans.com

BIKRANS
The truth will be revealed

জেড লিউকন

১১৫৫ টাকা খুচরা বিক্রয় মূল্য

৭৫৫ টাকা ডিস্ট্রিবিউটর মূল্য

৪০০ টাকা ডিস্ট্রিবিউটর ইনকাম

নারীদের স্বাস্থ্য সেবায় অবদান রাখুন সঠিক পথে অর্থ আয় করুন

bikrans.com

সাদাস্রাব ? জেড লিউকন

লিউকোরিয়া (অতিরিক্ত সাদাস্রাব) সম্পর্কে জানুন

নারী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি হন। সচেতনতার অভাব, লজ্জাবোধ, সংসারের চাপ ও পারিপার্শ্বিক কারণে নারীরা প্রায়ই পুরুষের তুলনায় বেশি ভোগেন। এমনও নারীরা রয়েছেন যারা দিনের পর দিন সমস্যায় ভুগে চলেন কিন্তু তা পরিবারের কাউকে জানান না বা চিকিৎসকের পরামর্শ নেন না। এর ফলে রোগ আরও জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে।

লিউকোরিয়া কী ?

লিউকোরিয়া হলো যোনি থেকে সাদা বা হলদেটে স্রাব বের হওয়া। এটি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারে, আবার কোনো সংক্রমণ বা স্বাস্থ্যগত সমস্যারও লক্ষণ হতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় স্রাব সাধারণত পরিষ্কার বা সাদা এবং গন্ধহীন হয়। কিন্তু যদি এটি দুর্গন্ধযুক্ত হয়, বেশি পরিমাণে বের হয়, অথবা চুলকানি ও জ্বালাপোড়া হয়, তবে তা অস্বাভাবিক এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

সাদা স্রাব - লিউকোরিয়া
হবার কারণ ও চিকিৎসা

আমাদের শরীর মাঝেমধ্যে বিভিন্ন সংকেত দেয়। যেমন, ক্ষুধা লাগলে পেট চোঁ চোঁ করে বা ক্লান্ত হলে ঘুম পায়। কিন্তু কিছু সংকেত আমরা বুঝতে পারি না বা গুরুত্ব দেই না। লিউকোরিয়া বা সাদা স্রাব তেমনই একটি বিষয়। অনেক মেয়ের জন্য এটি স্বাভাবিক, আবার কখনো এটা হতে পারে অস্বস্তির কারণ বা অন্য কোনো অসুখের ইঙ্গিত।

"সাদা স্রাব কেন হয় ?

এটা কি গর্ভধারণের লক্ষণ ?

অতিরিক্ত সাদা স্রাব হলে কী করবো ?

অনেকেই এসব প্রশ্নের উত্তর ঠিকমতো জানেন না, আবার লজ্জার কারণে ডাক্তার বা অন্য কারও সঙ্গে আলোচনা করতেও সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু চিন্তার কিছু নেই! যেমন আকাশে মেঘ দেখলেই সবসময় বৃষ্টি হয় না, ঠিক তেমনি সাদা স্রাব হলেই তা বিপদের সংকেত নয়।

লিউকোরিয়ার কারণ সমূহ: কেন হয় সাদা স্রাব ?

সাদা স্রাব বা লিউকোরিয়া অনেক মেয়ের জন্য স্বাভাবিক শরীরের প্রক্রিয়া, আবার কখনো এটি হতে পারে স্বাস্থ্যগত সমস্যার লক্ষণ। অনেকটা যেমন গরমের দিনে ঘাম হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ঘামের সঙ্গে দুর্গন্ধ এলে বুঝতে হবে কিছু সমস্যা আছে !
লিউকোরিয়ার কারণ দু'ধরনের হতে পারে
স্বাভাবিক কারণ এবং অস্বাভাবিক কারণ।

স্বাভাবিক কারণ

কিছু সময়ে সাদা স্রাব হওয়া একদম স্বাভাবিক। শরীরের হরমোনের পরিবর্তনের কারণে এটি হয়, যা বিশেষ কিছু সময়ে স্বাভাবিকভাবেই হতে পারে। যেমন— হরমোনের ওঠানামা – মাসিক চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে শরীরে হরমোনের পরিবর্তন হয়, যা সাদা স্রাবের পরিমাণ বাড়াতে পারে।
গর্ভাবস্থা – অনেক সময় প্রেগন্যান্সির শুরুতে হরমোনজনিত কারণে স্রাব বেশি হয়।
ডিম্বাণু নির্গমন (Ovulation) – ডিম্বাণু নির্গমনের সময় কিছুটা পাতলা ও স্বচ্ছ স্রাব হওয়া স্বাভাবিক।
এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই। তবে যদি স্রাবের রঙ, পরিমাণ বা গন্ধে পরিবর্তন হয়, তাহলে তা অস্বাভাবিক হতে পারে।

অস্বাভাবিক কারণ

কখনো কখনো সাদা স্রাব স্বাস্থ্য সমস্যার সংকেতও হতে পারে। সাধারণত সংক্রমণ বা অন্যান্য সমস্যার কারণে এটি ঘটে।
যেমন—
ইস্ট ইনফেকশন (Candida Infection) – যখন যোনিতে ছত্রাকের সংক্রমণ হয়, তখন ঘন, জমাট বাঁধা দুধের মতো সাদা স্রাব হতে পারে।
ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজিনোসিস (Bacterial Vaginosis) – এতে সাদা বা ধূসর বর্ণের স্রাব হয় এবং অনেক সময় দুর্গন্ধ থাকতে পারে।

স্বাস্থ্যবিধির অভাব – অপরিষ্কার অন্তর্বাস, অতিরিক্ত সুগন্ধিযুক্ত সাবান বা অপরিষ্কার থাকার কারণে সংক্রমণ হতে পারে।
পুষ্টির অভাব – শরীরে পর্যাপ্ত ভিটামিন ও পুষ্টি না থাকলে যোনির স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না, ফলে অস্বাভাবিক স্রাব হতে পারে।
যদি সাদা স্রাবের সঙ্গে চুলকানি, দুর্গন্ধ, জ্বালাপোড়া বা ব্যথা হয়, তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

লিউকোরিয়ার প্রভাব:
শুধুই শারীরিক নয়, মানসিক দুশ্চিন্তা ও !

লিউকোরিয়া বা সাদা স্রাব অনেকের কাছেই সাধারণ ব্যাপার মনে হতে পারে, কিন্তু যাঁদের এটি অতিরিক্ত হয় বা সমস্যা সৃষ্টি করে, তাঁদের জন্য এটি শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে বড় চাপের কারণ হতে পারে। অনেকটা যেমন একটা ছোট পাথর জুতোর ভেতরে থাকলে হাঁটতে পারলেও আরাম পাওয়া যায় না, লিউকোরিয়া তেমনই একজন নারীর দৈনন্দিন জীবনে অস্বস্তির কারণ হতে পারে।
শারীরিক প্রভাব: শরীরে যে অস্বস্তি হয়
✓ **অস্বস্তি:** যোনিতে অতিরিক্ত স্রাব হলে অনেকেই সারাদিন অস্বস্তি বোধ করেন।

✓ **চুলকানি ও জ্বালাপোড়া:** সংক্রমণের কারণে সাদা স্রাবের সঙ্গে যোনিতে চুলকানি বা জ্বালাপোড়া অনুভূত হতে পারে।
✓ **ইনফেকশনের ঝুঁকি:** দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত স্রাব হলে ইস্ট ইনফেকশন বা ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

মানসিক প্রভাব: আত্মবিশ্বাসে প্রভাব ফেলে

✓ উদ্বেগ: ‘এটা কি কোনো রোগের লক্ষণ?’, ‘গর্ভধারণের সমস্যা হবে না তো?’—এমন দুশ্চিন্তা অনেক নারীর মনকে ভারী করে তোলে।

✓ লজ্জা: স্রাবের কারণে অনেকেই স্বস্তিবোধ করেন না এবং এটি নিয়ে কথা বলতেও সংকোচ করেন।

✓আত্মবিশ্বাসের অভাব: দুর্গন্ধযুক্ত বা অতিরিক্ত স্রাব হলে অনেকে বাইরের লোকজনের সামনে যেতে সংকোচ বোধ করেন।

সামাজিক প্রভাব: সম্পর্কেও প্রভাব ফেলে

✓ সামাজিক মেলামেশায় অস্বস্তি: অতিরিক্ত বা দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব থাকলে সামাজিক অনুষ্ঠানে স্বস্তিতে থাকতে সমস্যা হতে পারে।

✓ ব্যক্তিগত সম্পর্কে প্রভাব: পার্টনারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে লজ্জা বা অস্বস্তি বোধ হতে পারে, যা সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে পারে।

এই সমস্যাগুলো এড়ানোর জন্য সময় মতো সচেতন হওয়া এবং জেড লিউকন নেওয়া জরুরি!

লিউকোরিয়ার প্রতিকার ও প্রতিরোধ: কীভাবে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করবেন ?

লিউকোরিয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা করা অনেক নারীর জন্য সাধারণ ব্যাপার। তবে সুখবর হলো, জেড লিউকন এবং কিছু সহজ অভ্যাস মেনে চললে এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যেমন একটি বাগান পরিচর্যা করলে গাছ সবুজ থাকে, তেমনি শরীরের সঠিক যত্ন নিলে লিউকোরিয়াও সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না !

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন

✓ যোনি ও আশেপাশের অঞ্চল পরিষ্কার রাখুন – প্রতিদিন পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিন, কিন্তু অতিরিক্ত সাবান বা সুগন্ধিযুক্ত ওয়াশ ব্যবহার করবেন না।

✓ সঠিক অন্তর্বাস নির্বাচন করুন – সুতি অন্তর্বাস পরুন যা বাতাস চলাচল করতে দেয়, এবং প্রতিদিন অন্তর্বাস পরিবর্তন করুন।

✓ ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে অন্তর্বাস এড়িয়ে চলুন – এতে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বৃদ্ধি হয়, যা সংক্রমণের কারণ হতে পারে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলে অনেক সমস্যার সমাধান স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যায়!

খাদ্যাভ্যাস: পুষ্টিকর খাবার খান, পানি পান করুন

✓ পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ করুন – পর্যাপ্ত শাকসবজি, ফল, এবং প্রোটিনযুক্ত খাবার খান।

✓ পর্যাপ্ত পানি পান করুন – দিনে কমপক্ষে ৮-১০ গ্লাস পানি পান করলে শরীর থেকে টক্সিন বেরিয়ে যায়, যা সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

যদি এই লক্ষণগুলো থাকে

✓ ভিটামিন বি, সি ও আয়রনযুক্ত খাবার খান – এটি যোনির স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে।

ভিতর থেকে সুস্থ থাকলে বাইরের সমস্যা কমে যায়!

লিউকোরিয়া সাধারণত স্বাভাবিক একটি বিষয়, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এটি অস্বাভাবিক সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে। অনেকেই লজ্জা বা দ্বিধার কারণে চিকিৎসকের কাছে যেতে দেরি করেন, কিন্তু দেরি করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যেতে পারে। যেমন, একটি ছোট সমস্যা যদি সময়মতো ঠিক না করা হয়, তাহলে সেটি বড় সমস্যায় পরিণত হতে পারে !

✓ সাদা স্রাবের রঙ পরিবর্তন হলে – যদি স্রাব হলুদ, সবুজ বা ধূসর হয়ে যায়, তাহলে এটি ইনফেকশনের লক্ষণ হতে পারে।

✓ দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হলে – যদি স্রাবে পচা গন্ধ বা মাছের গন্ধের মতো বাজে গন্ধ থাকে, তাহলে দ্রুত পরামর্শ নেওয়া উচিত।

✓ চুলকানি বা জ্বালাপোড়া থাকলে – যদি যোনি অঞ্চলে অস্বাভাবিক চুলকানি বা জ্বালাপোড়া অনুভূত হয়, তাহলে এটি ব্যাকটেরিয়াল বা ছত্রাক সংক্রমণের লক্ষণ হতে পারে।

✓ তলপেটে বা কোমরে ব্যথা হলে – লিউকোরিয়ার সঙ্গে যদি পেটে ব্যথা হয়, তাহলে জরায়ুর সংক্রমণ বা অন্য কোনো জটিলতার ইঙ্গিত হতে পারে।

✓ যদি স্রাবের পরিমাণ খুব বেশি হয় এবং দীর্ঘদিন থাকে – স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে, এবং দীর্ঘদিন ধরে থেকে যায়, তাহলে ডাক্তার দেখানো জরুরি।

✓ যদি মাসিক অনিয়মিত হয় বা বন্ধ হয়ে যায় – লিউকোরিয়ার সঙ্গে মাসিক চক্রে পরিবর্তন এলে তা হরমোনজনিত সমস্যার লক্ষণ হতে পারে।

✓ চুলকানি ও জ্বালাপোড়া: সংক্রমণের কারণে সাদা স্রাবের সঙ্গে যোনিতে চুলকানি বা জ্বালাপোড়া অনুভূত হতে পারে।

✓ ইনফেকশনের ঝুঁকি: দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত স্রাব হলে ইস্ট ইনফেকশন বা ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

যদি এই লক্ষণ গুলো থাকে, তাহলে জেড লিউকন সেবন করুন ।

BIKRANS
The truth will be revealed

ভিটা ফোর্স

১৪৯০ টাকা খুচরা বিক্রয় মূল্য

৮৫৫ টাকা ডিস্ট্রিবিউটর মূল্য

৬৪০ টাকা ডিস্ট্রিবিউটর ইনকাম

স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে সমাজ বদলান সম্মান ও আয় একসাথে অর্জন করুন

bikrans.com

Vita Force — Real-Time Power. Long-Term Strength. True Masculinity

VitaForce
Vitality Enhancing Drinks

আধুনিক জীবনের ক্লান্ত শরীরের জন্য প্রকৃতির পুনর্জাগরণ।

আজকের সময়ে আমাদের শরীর যে সবচেয়ে বড় শত্রুর মুখোমুখি — তা হলো ক্লান্তি, স্ট্রেস, দুর্বলতা, এবং শক্তিহারা জীবনযাপন। আমরা প্রতিদিন দৌড়াচ্ছি সফলতার পেছনে কিন্তু হারিয়ে ফেলছি শরীরের প্রাণশক্তি,মনোযোগ, আত্মবিশ্বাস এবং পুরুষত্বের প্রকৃত শক্তি।মানসিক চাপ, অনিদ্রা, কেমিকেলযুক্ত খাদ্য, ফাস্টফুড, ইন্টারনেট আসক্তি আর দূষিত পরিবেশ—দিন দিন নিঃশেষ করছে আমাদের টেস্টোস্টেরন, স্পার্ম কোয়ালিটি এবং রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থা।

এর ফলাফল কী ?

- ❑ অকারণ ক্লান্তি ও মানসিক অস্থিরতা
- ❑ এনার্জি ও আগ্রহের ঘাটতি
- ❑ দুর্বলতা
- ❑ আত্মবিশ্বাস ও ফোকাস কমে যাওয়া
- ❑ স্ট্রেসে সম্পর্ক ও জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হওয়াএভাবেই ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে

TRUE MASCULINITY. THE MODERN PROBLEM

আজকের পুরুষ (এবং নারী) বাইরে যত ফিট দেখাক ভেতরে ধীরে ধীরে হয়ে যাচ্ছে “Energy Deficient”। হরমোনাল ইমব্যালান্স, স্নায়ু দুর্বলতা, টিস্যু ড্যামেজ মানুষকে করে তুলছে ক্লান্ত, অনাগ্রহী ও আত্মবিশ্বাসহীন। অনেকেই বুঝতেই পারে না এগুলো শুধু স্ট্রেস নয় বরং শরীরের ভেতরের Warning Signal। তাই এখনই সময় নিজের শক্তি পুনর্গঠনের।

N A T U R A L R E V O L U T I O N

Introducing- VitaForceReal-Time Power. Long-Term Strength. True Masculinity.VitaForce

শুধু একটি সাপ্লিমেন্ট নয় এটি আপনার শরীর, মন ও পুরুষত্ব পুনর্জাগরণের

Vita Force যা করে

টেস্টোস্টেরন ব্যালান্স পুনরুদ্ধার, পুরুষত্বের মূল শক্তি ফিরিয়ে আনে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকে শান্ত, ফোকাসড ও শক্তিশালী করে, শক্তিশালী ইরেকশন ও দীর্ঘস্থায়ী স্ট্যামিনা, স্পার্ম কাউন্ট ও স্পার্ম কোয়ালিটি বহুগুণে উন্নত, দৈনন্দিন এনার্জি, মনোযোগ ও আতাবিশ্বাস বৃদ্ধি।

কেন আপনার এটি প্রয়োজন ?

আজকের জীবনযাত্রার নীরব ক্ষয় প্রতিদিন ৩৪% টেস্টোস্টেরন কমে যাচ্ছে স্ট্রেস ও অনিদ্রার কারণে খাদ্যদূষণের ফলে স্পার্ম কাউন্ট ৪০% পর্যন্ত কমছে হরমোনাল ইমব্যালান্স বাড়াচ্ছে ডিপ্রেশন, পেট মোটা হয়ে যাওয়া ও যৌনদুর্বলতা। এখনই ব্যবস্থা না নিলে এই ক্ষয় শরীরের ভেতরের Real Man Power পুরোপুরি নিঃশেষ করে দিতে পারে।

Vita Force Natures'y Science for True

ভিতালিত্য VitaForce তৈরি হয়েছে ২২+ বিশ্বমানের ভেষজ উপাদান দিয়ে যা একত্র করেছে প্রাচীন আয়ুর্বেদিক জ্ঞান ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক ফর্মুলেশন। এটি শুধু শক্তি দেয় না শরীরের ভেতর থেকে পুনর্গঠন (Rejuvenation) ঘটায়।

কেন VitaForce অন্য সব প্রোডাক্ট থেকে আলাদা ?

২২+ প্রিমিয়াম হার্বের বৈজ্ঞানিক সমন্বয়, প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের নিখুঁত সংমিশ্রণ ১০০% ন্যাচারাল, সাইড ইফেক্টমুক্ত Tested. Trusted. Truly Transformative.

এখন সময় এসেছে শক্তি ফিরিয়ে আনার...

Vita Force
Dietary
Supplemantten

মূল উপাদান

VitaForce
Vitality Enhancing Drinks

Ashwagandha
Safed Musli
Biryamani
Mucuna Pruriens
Vidarikand
Shatavari
Shimulmul
Talmakhana
Date Powder
Licorice
Ginger
Cinnamon
Clove
Nutmeg
Tamarind Seed Powder
Tribulus Terrestris
Korean Red Ginseng
Soya Protein
Psyllium Husk + Katira Gum

টেস্টোস্টেরন বৃদ্ধি, মানসিক চাপ কমানো, লিবিডো বৃদ্ধি টিস্যু পুনর্গঠন, স্পার্ম কোয়ালিটি উন্নত করা প্রজনন ক্ষমতা উন্নত, স্ট্যামিনা ও শক্তি বৃদ্ধি ইরেকশন শক্তিশালী করা, টেস্টোস্টেরন বৃদ্ধি দীর্ঘমেয়াদি শফি, মানসিক ফোকাস বৃদ্ধি হরমোন ব্যালান্স ঠিক রাখা, ক্লান্তি কমানো প্রজনন অঙ্গ শক্তিশালী করা, স্পার্ম কন্ডিশন উন্নত করা স্পার্ম কাউন্ট ও মোবিলিটি বৃদ্ধি দৈনন্দিন শক্তি ও স্ট্যামিনা বৃদ্ধি মানসিক চাপ কমানো, যৌন শক্তি বৃদ্ধি রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি, এনার্জি বুস্ট হরমোন ব্যালান্স, শক্তি বৃদ্ধি তাৎক্ষণিক লিবিডো দুস্ট, শক্তি বৃদ্ধি যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি, ইরেকশন সাহায্য প্রভানন অঙ্গ শক্তিশালী করা, স্পার্ম উন্নত করা টেস্টোস্টেরন, লিবিডো ও স্পার্ম কোয়ালিটি বৃদ্ধি তাৎক্ষণিক শক্তি, স্ট্যামিনা ও লিবিডো বুস্ট দৈনন্দিন শক্তি, গেশি সহায়তা। ও স্ট্যামিনা বৃদ্ধি হজম উন্নত, টক্সিন দূর, টিস্যু পুনর্গঠন।

Nutrition Combination / 100 gm

Energy	455 Kcal
Moisture	8.24 gm
Vitamin A	124 mg
Vitamin-81,82	1.80 mg
Vitamin C	410 mg
Vitamin E	0.60 mg
Protein	34.25 gm
Calcium	285.70 mg
Carbohydrate	42.02 gm
Iron	16.00 mg
Arsenic, lead. mercury	Nil
Fat	18.46 gm
Salmonella, shigella	Nil
Fibre	6.80 gm

এটি শরীর, মন এবং আত্মআত্মবিশ্বাস
পুনরুদ্ধারের একটি
Natural Revolution

Vita Force
Vitality Enhancing Drinks

"তুমি বাইরে যত সফলই হও, যদি শরীর ও আত্মবিশ্বাস নিঃশেষ হয়ে যায়, সফলতা অর্থহীন... Vita Force আপনার শক্তি ফিরিয়ে আনার আত্মবিশ্বাস পুনর্গঠনের এবং আপনার ভেতরে থাকা True Masculinity জাগিয়ে তোলার সম্পূর্ণ সহায়ক। Vita Force - Confidence, Control, Power, Let Your Food Be Your Medicine.

ব্যবহারবিধিঃ

প্রতিদিন রাতে এবং সকালে খাবারের এক ঘন্টা আগে অথবা এক ঘন্টা পরে ১ চা-চামচ Vita Force কুসুম গরম দুধ/পানির সাথে মিশিয়ে সেবন করুন। অতিরিক্ত ফলাফলের জন্য ২ টেবিল চামচ মধু মেশাতে পারেন। ২১ দিনে দৃশ্যমান ফলাফল, ৬০ দিনে গভীর উন্নতি, ৯০ দিন সেবনে দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী পরিবর্তন।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াঃ ১০০% সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান নির্ধারিত সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সাইড ইফেক্ট মুক্ত।
ঘোষণাঃ এটি একটি কেমিক্যালমুক্ত প্রাকৃতিক ভেষজ খাদ্য পরিপূরক। বাংলাদেশ ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আওতামুক্ত। এটি কোন ঔষধ নয় এবং ঔষধ হিসেবে ব্যবহারের জন্য নয়।

BIKRANS
The truth will be revealed

Tested & Certified by
Institute of Nutrition & Food Science
Dhaka University, Dhaka

Suggested by
The Science and art of Living (SAMOL)
Health and Research Foundation

Center for Certoy
Life kat & Medicine Liedcine,

Why You Need It Now ?

Vita Force
Vitality Enhancing Drinks

জীবনযাত্রায় প্রতিদিন আমাদের শরীর ক্ষয় হচ্ছে, প্রতিদিন প্রায় ৩৪% টেস্টোস্টেরন নষ্ট হচ্ছে। মানসিক চাপ ও অনিদ্রার কারণে স্পার্ম কাউন্ট ৪০% পর্যন্ত কমছে, খাদ্যদূষণ ও কেমিক্যাল ফুডের কারণে হরমোনাল ইমব্যালাগ সৃষ্টি করছে ডিপ্রেশন, মোটা হয়ে যাওয়া ও দুর্বল ইরেকশন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। শরীর ক্ষয় দ্রুততর হয়ে শরীরের ভেতরের Real Man Power কে নিঃশেষ করে দেয়।

Vita Force – মূল সুবিধা

- ❑ টেস্টোস্টেরন লেভেল ৪৪%-৫০% পর্যন্ত বৃদ্ধি
- ❑ দ্রুত বীর্যপাত রোধ করে দীর্ঘস্থায়ী ইন্টারকোর্সে সহায়তা
- ❑ ইরেকশনকে শক্তিশালী, ঘন ও স্থায়ী করে
- ❑ বীর্য উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করে
- ❑ স্পার্ম কাউন্ট ও স্পার্ম মোবিলিটি উন্নত করে
- ❑ সেক্সুয়াল স্ট্যামিনা ও ফার্টিলিটি উন্নত করে
- ❑ মানসিক ক্লান্তি, স্নায়ু দুর্বলতা দূর করে
- ❑ অতিরিক্ত স্বপ্নদোষে যৌনশক্তি উন্নত করে
- ❑ দৈনন্দিন শক্তি, মনোযোগ ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়
- ❑ হরমোন ব্যালান্স ঠিক রাখে ও লিবিডো বৃদ্ধি করে
- ❑ বীর্যকে ঘন, সাদা ও গাঢ় করে প্রজননক্ষমতা বৃদ্ধি
- ❑ নিস্তেজ হয়ে যাওয়া পেনিসকে সতেজ করে
- ❑ ছোট ও কুঁচকে যাওয়া লিঙ্গকে সতেজ ও সবল করে
- ❑ শুকিয়ে যাওয়া পেনিয়াল টিস্যু পুনঃগঠন ও শক্তিশালী করে
- ❑ নিয়মিত ব্যবহারে পুরুষত্বের প্রকৃত শক্তি ফিরিয়ে আনে
- ❑ মানসিক চাপ ও কর্টিসল হরমোন কমিয়ে যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে
- ❑ সামগ্রিকভাবে Power + Stamina + Libido একসাথে বুস্ট করে

পুরুষত্বের প্রকৃত শক্তি ফিরিয়ে আনুন স্থায়ীভাবে এখনই

KAMISKA PLUS
The Premium Ayurvedic
Strength Formula

কামিস্কা প্লাস

সীমাহীন আনন্দ

ক্লান্ত জীবনে শক্তির নতুন বিস্ফোরণ। যে জীবন অতৃপ্তিতে ভারী, যে দিনগুলো ক্লান্তিতে নিস্তেজ— সেখানে উচ্ছ্বাস ফিরিয়ে আনে কামিস্কা প্লাস। ঐতিহ্যবাহী আয়ুর্বেদিক নীতিতে প্রস্তুত এই প্রিমিয়াম পুষ্টিকর ফর্মুলা আপনার শরীর ও মনের গভীরে জাগিয়ে তোলে নতুন শক্তি, স্থায়িত্ব ও ইতিবাচকতার জোয়ার। প্রকৃতির খাঁটি ভেষজ শক্তিতে আপনার প্রতিদিন হোক আরও জীবন্ত, আরও ভারসাম্যপূর্ণ আরও শক্তিময়। শক্তির গল্প এখানেই শুরু। আপনি কি প্রস্তুত ?

যৌন সমস্যা শারীরিক না মানসিক কিভাবে বুঝবেন ?

যৌন ক্ষমতা কমে যাওয়া অনেক সময় শারীরিক কারণের কারণে হয়—যেমন রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা, হরমোনের ঘাটতি বা শারীরিক দুর্বলতা। যদি রাতের ইরেকশন অনুপস্থিত থাকে বা ক্লান্তি ও দুর্বলতা বেশি থাকে, সমস্যার মূল শারীরিক। অন্যদিকে মানসিক চাপ, উদ্বেগ বা পার্টনারের সামনে চাপ অনুভব করলে যৌন সমস্যা মানসিক কারণে হতে পারে।

সমস্যার সমাধান

কামিস্কা প্লাসের সহায়তায়

কামিস্কা প্লাস ১০০% প্রাকৃতিক আয়ুর্বেদিক ফর্মুলা, যা যৌন স্বাস্থ্য শক্তিশালী করে। এটি রক্ত সঞ্চালন বাড়িয়ে ইরেকশন শক্তিশালী করে, হরমোন ভারসাম্য বজায় রাখে এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে। মানসিক চাপ ও উদ্বেগ হ্রাসে সাহায্য করে, আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, এবং সম্পর্কের মানসিক দিক মজবুত করে। দৈনন্দিন ব্যায়াম, সঠিক খাদ্য, পর্যাপ্ত ঘুম ও স্ট্রেস কমানো কামিস্কা প্লাসের সঙ্গে মিলে দ্রুত ও কার্যকরী ফল দেয়। এটি যৌন সমস্যা থেকে মুক্তির এক প্রাকৃতিক ও দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান।

কেন কামিস্কা প্লাস বিশেষ ?

কামিস্কা প্লাস কেবল একটি শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদ। যাহাতে

- ❑ যৌন ক্ষমতা ও লিবিডো বৃদ্ধি করে
- ❑ দৈহিক স্থায়িত্ব ও সহনশীলতা বৃদ্ধি করে
- ❑ হরমোন ব্যালেন্স বজায় রাখে দারুন ভাবে
- ❑ মানসিক সতেজতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়
- ❑ প্রতিদিনের জীবনে নতুন শক্তি ও অনুভূতি প্রদান করে যা

শুধু শরীর নয়, সম্পর্ক ও মানসিকতাকেও প্রভাবিত করে।

১০০% আয়ুর্বেদিক। ১০০% প্রাকৃতিক। ১০০% কার্যকরী।

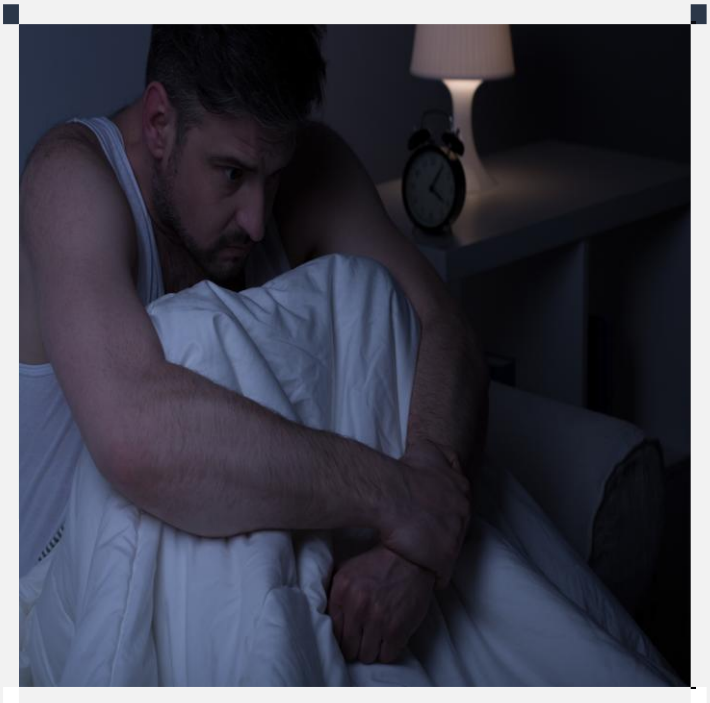

আজকের বাজারে অনেক প্রোডাক্ট আছে — কিন্তু খুব কম প্রোডাক্টই সত্যিকারের "আয়ুর্বেদিক" দাবি করতে পারে।

প্রকৃত আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট বলতে বোঝায়—

- ➢ **রসায়নমুক্ত :** কোনো কেমিক্যাল নেই, স্টেরয়েড নেই, ক্ষতিকর উত্তেজক নেই।
- ➢ **খাঁটি ভেষজ উপাদানে প্রস্তুত :** যে ভেষজ উপাদানগুলো শত শত বছর ধরে পুরুষের শক্তিবৃদ্ধি, টিস্যু পুনর্গঠন, রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি এবং যৌনসামর্থ্য উন্নত করতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
- ➢ **শরীরের স্বাভাবিক শক্তি জাগিয়ে তোলে :** আয়ুর্বেদ শরীরে জোর করে পরিবর্তন আনে না বরং শরীরের প্রকৃত শক্তিকে জাগিয়ে তোলে ও পুনরুদ্ধার করে।
- ➢ **পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই :** কারণ এখানে শরীর কৃত্রিম উত্তেজনায় নয় প্রাকৃতিক উপায়ে শক্তি ফিরে পায়

কেন আয়ুর্বেদিক কামিস্কা প্লাস এত শক্তিশালী ?
এটি তৈরি হয়েছে এমন ভেষজ সংমিশ্রণে যা পুরুষের জন্য আয়ুর্বেদের সবচেয়ে কার্যকরী উপাদান হিসেবে পরিচিত:

- অশ্বগন্ধা— স্ট্যামিনা, শক্তি ও মানসিক উদ্দীপনা বাড়ানোর রাজভেষজ।
- সাফেদ মুসলি— প্রজনন টিস্যু শক্তিশালী করে, দীর্ঘস্থায়ী স্থায়িত্ব দেয়।
- শিলাজিত — পুরুষশক্তির ভাণ্ডার, টেস্টোস্টেরন বৃদ্ধিতে অপরাজেয়।
- গোক্ষুরা— রক্তসঞ্চালন বাড়ায়, শক্ত ইরেকশন ধরে রাখতে সহায়তা করে।
- বিদারিকন্দ - দীর্ঘস্থায়ী শক্তি তৈরি করে এবং ক্লান্তি দূর করে।

এই ভেষজগুলো একসাথে মিলে শরীরকে ভিতর থেকে পুনরুজ্জীবিত করে আর যৌনক্ষমতাকে প্রাকৃতিকভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যায়।

যৌনক্ষমতা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধির প্রাকৃতিক সমাধান কামিস্কা প্লাস এমনভাবে কাজ করে যা—

✓ যৌনক্ষমতা বাড়ায় ✓ স্থায়িত্ব দীর্ঘ করে উত্তেজনা ও লিবিডো উঁচু করে

✓ রক্তসঞ্চালন বাড়িয়ে শক্ত ইরেকশন নিশ্চিত করে ✓ আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়ায়

✓ ক্লান্তি দূর করে দেহে প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনে । কৃত্রিম উত্তেজক নয়।

এটি শরীরের স্বাভাবিক শক্তিকে জাগিয়ে তোলে যা ফলাফলকে দ্রুত অনুভবযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী করে।

পুরুষের যৌনতৃপ্তি

কামিস্কা প্লাস:

আপনার জীবন, আপনার শক্তি আপনি আজ যে সিদ্ধান্তটি নিচ্ছেন, সেটি কেবল একটি সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ নয়— এটি আপনার জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা। প্রতিবার কামিস্কা প্লাস গ্রহণের সঙ্গে জেগে ওঠে আপনার অন্তর্নিহিত শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনা। আপনি অনুভব করবেন—প্রতিটি দিন নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে। ক্লান্তি ও হতাশা হারিয়ে যাবে, এবং আপনার জীবন হয়ে উঠবে সতেজ, উজ্জীবিত ও পূর্ণ সম্ভাবনায়। কামিস্কা প্লাস আপনাকে শেখায়: আপনি নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, আপনার শক্তি সীমাহীন এবং প্রতিটি মুহূর্তকে আপনি পূর্ণতার সাথে বাঁচাতে পারেন।আজ থেকে শুরু করুন নিজের সেরা সংস্করণকে উদযাপন। প্রতিটি মুহূর্তে শক্তি, স্থায়িত্ব ও আনন্দ অনুভব করুন। প্রতিটি দিন হোক নতুন সম্ভাবনা, নতুন আত্মবিশ্বাস, নতুন উদ্দীপনার সূচনা। আপনি যোগ্য। আপনি শক্তিশালী। আপনি সীমাহীন।কামিস্কা প্লাস—শুধু একটি সাপ্লিমেন্ট নয়, এটি আপনার জীবনের শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও আনন্দের চূড়ান্ত বন্ধন। আজই নিজেকে বলুন:
“আমি শক্তিশালী, আমি সক্ষম, আমি আনন্দময় জীবনের অধিকারী।”

কামিস্কা প্লাস:

হরমোনাল ব্যালান্স ঠিক করতে আয়ুর্বেদিক জগতের অতুলনীয় আবিষ্কার।

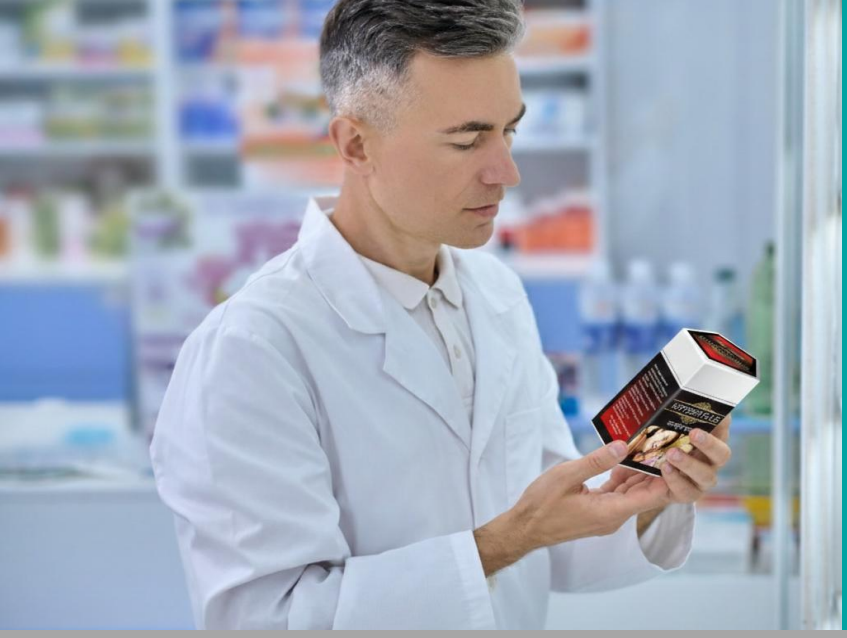

কামিস্কা প্লাস

সীমাহীন আনন্দ

ব্যবহার বিধি ও সতর্কতা সঠিক ব্যবহার:

প্রথমদিন এক চামচের অর্ধেক কামিস্কা প্লাস গ্রহণ করুন । এরপর আবার ২ দিন পর একই সময়ে ১ চামচের অর্ধেক গ্রহণ করুন। পরিমিত পানি ব্যবহার করুন। এর পাশাপাশি যাদের গ্যাসের সমস্যা রয়েছে তারা গ্যাসের মেডিসিন সেবন করবেন। নারী-পুরুষ উভয়ই এটি খেতে পারবেন।

ব্যবহার বিধি সতর্কতা:

- ১৮ বছরের কম বয়সীদের ব্যবহার এড়ানো উচিত।
- গর্ভবতী বা স্তন্যদানরত মায়েরা ব্যবহার করবেন না।
- নির্দেশনার বাইরে অতিরিক্ত ব্যবহার করবেন না।
- যদি কোনো নির্দিষ্ট রোগ বা উচ্চ রক্তচাপ থাকলে হার্ট সমস্যা ক্ষেত্রে ডাক্তার পরামর্শ নিন।

নিশ্চয়তা ও সংরক্ষণ:

শুকনো ও ঠান্ডা স্থানে সংরক্ষণ করুন। শিশুর নাগালের বাইরে রাখুন। সূর্যালোক ও আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করুন। ফলাফলের নিশ্চয়তা: কামিস্কা প্লাস ১০০% প্রাকৃতিক ও আয়ুর্বেদিক। এটি আপনার শরীর ও মনকে শক্তিশালী করে, যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং দৈনন্দিন জীবনে উজ্জীবন আনে যাহা পরিক্ষিত।

প্রতিদিন
প্রোডাক্ট বিক্রয়ে আয়

প্রতিটি মানুষের দৈনিক ও পারিবারিক খরচ থাকে যা মেটাতে সবাই নিরলস পরিশ্রম করে। তবু অনেকেই কঠোর পরিশ্রম করেও যথেষ্ট আয় করতে পারেন না। বিক্রান্স বিজনেস সেইসব মানুষকে সুযোগ দেয় — নিয়মিত ও পর্যাপ্ত আয় করার যা আপনার পরিশ্রমকে করে তুলবে ফলপ্রসূ। এটি কেবল আয়ের সুযোগ নয় এটি আপনাকে দেয় আর্থিক স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা এবং নিজের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়ার শক্তি। যেন প্রতিটি দিন আপনার জন্য অর্থবহ, ফলপ্রসূ এবং নতুন সম্ভাবনায় ভরা হয়ে ওঠে

BIKRANS
The truth will be revealed

পৃথিবীর শীর্ষ কোম্পানিগুলো বিক্রয় ও মার্কেটিং দক্ষতার ভিত্তিতেই সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যারা প্রযুক্তিনির্ভর বিক্রয় কৌশল গ্রহণ করেছে, তারাই বাজারে নেতৃত্ব ধরে রেখেছে।

বিক্রান্স বিজনেস গবেষণালব্ধ আধুনিক বিক্রয় পদ্ধতি বাংলাদেশে বাস্তবায়নের মাধ্যমে মার্কেটিং প্রতিনিধিদের আর্থিক ও পেশাগত উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

এজন্য সারা দেশকে পাঁচ স্তরে—বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে—বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরে প্রতিনিধিদের জন্য সরাসরি বিক্রয়ভিত্তিক আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, যা সহজ, কার্যকর ও টেকসই মার্কেটিং কাঠামো নিশ্চিত করবে।

বিক্রান্স প্রতিনিধি

বিভাগীয় প্রতিনিধি প্রস্তাবনা

বিভাগীয় প্রতিনিধি হলেন বিক্রান্স বিজনেসের একটি বিভাগের সর্বোচ্চ সম্মানিত নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু প্রতিনিধি নন—তিনি একজন দূরদর্শী নেতা, যিনি সংগঠনের লক্ষ্য, নীতি ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেন। "বিভাগীয় প্রতিনিধি" কোনো সাধারণ পদ নয়; এটি নেতৃত্ব, সম্মান ও অসীম সম্ভাবনার প্রতীক। তাঁর নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে শক্তিশালী জেলা টিম, আর তাঁর হাত ধরেই বিজনেস এগিয়ে যায় সফলতার নতুন উচ্চতায়।

বিভাগীয় প্রতিনিধি হওয়ার জন্য করণীয়

❑ **১. প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন:**
প্রথমে ৭টি প্রোডাক্ট ক্রয় করে বিক্রান্স বিজনেসে নিজের প্রোফাইল তৈরি করুন। এটি হবে আপনার নেতৃত্বের যাত্রার প্রথম ছোট্ট ধাপ, যা ধীরে ধীরে আপনাকে শক্তিশালী টিম গড়ে তুলতে এবং নতুন সুযোগের দিকে এগোতে সাহায্য করবে।

২. নিজস্ব টিম গঠন:
ইনকাম বৃদ্ধির জন্য আপনি নিজে যুক্ত হওয়ার পর ১ জনকে সঙ্গে নিয়ে বা ৫ জনের বেশি নিয়ে টিম শুরু করতে পারেন। ভালো ইনকামের জন্য ন্যূনতম ৫ জনের টিম সুপারিশ করা হয়। সর্বোচ্চ ২৫ জন পর্যন্ত টিম গড়ে তোলা সম্ভব। আপনার সংযোগে যারা যুক্ত হবেন, তাদের বিক্রান্স বিজনেসের স্বাধীন উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করুন। প্রতিটি প্রোডাক্ট বিক্রয় থেকে ৪০ টাকা কমিশন পাবেন, যা ধীরে ধীরে স্থায়ী আয়ের ভিত্তি তৈরি করে। যদি আপনি ৫ জনের টিম দিয়ে শুরু করেন, তাদের প্রোডাক্ট বিক্রয়ই আপনার ইনকাম দ্রুত বাড়াবে। পরবর্তী ৩ থেকে ৪ মাসে ২৫ জনকে জেলা প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তুললে, কেবল আয় বাড়বে না—আপনি দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের পথও তৈরি করবেন এবং অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার উদাহরণ হবেন।

৩. আবেদন প্রক্রিয়া:
যখন আপনার নিজস্ব সংযোগে কমপক্ষে ৫ জন সদস্য নিয়ে টিম তৈরি হয়ে যাবে তখন আপনি অফিসিয়ালভাবে ঔষধ কোম্পানির অনুমোদিত বিক্রয় প্রতিনিধি আইডি কার্ড ও পেপার্স ও ভিজিটিং কার্ড এবং ব্রোশিওরের জন্য আবেদন করতে পারবেন। কোম্পানি যাচাই-বাছাই শেষে আপনাকে অনুমোদিত বিভাগীয় প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। অনুমোদনের পর আপনি পূর্ণভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এবং সকল অফিসিয়াল সুবিধা পেতে সক্ষম হবেন।

৪. সক্রিয়তা বজায় রাখা:
প্রতিমাসে ৩০ তারিখের আগে বিভাগীয় প্রতিনিধিকে নিজের আইডি থেকে ১২টি প্রোডাক্ট ক্রয় করতে হবে। অন্যথায় পরবর্তী ১ তারিখ থেকে আইডিতে কোনো কমিশন জমা হবে না। তবে অন্যান্য কার্যক্রম সচল থাকবে। একটি সুযোগ যাতে সক্রিয় থেকে স্থায়ী আয়ের পথ গড়ে তুলতে পারেন।

বিক্রান্স প্রতিনিধি

জেলা প্রতিনিধি প্রস্তাবনা

জেলা প্রতিনিধি হলেন বিক্রান্স বিজনেসের একটি জেলার সর্বোচ্চ সম্মানিত নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু প্রতিনিধি নন—তিনি একজন দূরদর্শী নেতা, যিনি সংগঠনের লক্ষ্য, নীতি ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেন। "জেলা প্রতিনিধি" কোনো সাধারণ পদ নয়; এটি নেতৃত্ব, সম্মান ও অসীম সম্ভাবনার প্রতীক। তাঁর নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে শক্তিশালী জেলা টিম, আর তাঁর হাত ধরেই বিজনেস এগিয়ে যায় সফলতার নতুন উচ্চতায়।

জেলা প্রতিনিধি হওয়ার জন্য করণীয়

❑ **১. প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন:**
প্রথমে ৭টি প্রোডাক্ট ক্রয় করে বিক্রান্স বিজনেসে নিজের প্রোফাইল তৈরি করুন। এটি হবে আপনার নেতৃত্বের যাত্রার প্রথম ছোট্ট ধাপ, যা ধীরে ধীরে আপনাকে শক্তিশালী টিম গড়ে তুলতে এবং নতুন সুযোগের দিকে এগোতে সাহায্য করবে।

২. নিজস্ব টিম গঠন:
ইনকাম বৃদ্ধির জন্য আপনি নিজে যুক্ত হওয়ার পর ১ জনকে সঙ্গে নিয়ে বা ৫ জনের বেশি নিয়ে টিম শুরু করতে পারেন। ভালো ইনকামের জন্য ন্যূনতম ৫ জনের টিম সুপারিশ করা হয়। সর্বোচ্চ ২৫ জন পর্যন্ত টিম গড়ে তোলা সম্ভব। আপনার সংযোগে যারা যুক্ত হবেন, তাদের বিক্রান্স বিজনেসের স্বাধীন উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করুন। প্রতিটি প্রোডাক্ট বিক্রয় থেকে ৪০ টাকা কমিশন পাবেন, যা ধীরে ধীরে স্থায়ী আয়ের ভিত্তি তৈরি করে। যদি আপনি ৫ জনের টিম দিয়ে শুরু করেন, তাদের প্রোডাক্ট বিক্রয়ই আপনার ইনকাম দ্রুত বাড়াবে । পরবর্তী ৩ থেকে ৪ মাসে ২৫ জনকে জেলা প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তুললে, কেবল আয় বাড়বে না—আপনি দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের পথও তৈরি করবেন এবং অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার উদাহরণ হবেন।

৩. আবেদন প্রক্রিয়া:
যখন আপনার নিজস্ব সংযোগে কমপক্ষে ৫ জন সদস্য নিয়ে টিম সম্পন্ন হবে তখন আপনি অফিসিয়ালভাবে ঔষধ কোম্পানির অনুমোদিত সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে প্রয়োজনীয় আইডি কার্ড, ভিজিটিং কার্ড, পেপার্স ও অন্যান্য সামগ্রীর জন্য আবেদন করতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ যাচাই-বাছাই শেষে আপনাকে কোম্পানির মাঠ পর্যায়ে কাজ করার জন্য বৈধ কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করবে। অনুমোদন প্রাপ্তির পর আপনি বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে নির্বিঘ্নে সেলস কার্যক্রম পরিচালনা করার অধিকার পাবেন।

৪. সক্রিয়তা বজায় রাখা:
প্রতিমাসে ৩০ তারিখের আগে জেলা প্রতিনিধিকে নিজের আইডি থেকে ১২টি প্রোডাক্ট ক্রয় করতে হবে। অন্যথায় পরবর্তী ১ তারিখ থেকে আইডিতে কোনো কমিশন জমা হবে না। তবে অন্যান্য কার্যক্রম সচল থাকবে। একটি সুযোগ যাতে সক্রিয় থেকে স্থায়ী আয়ের পথ গড়ে তুলতে পারেন।

বিক্রান্স প্রতিনিধি

উপজেলা প্রতিনিধি প্রস্তাবনা

উপজেলা প্রতিনিধি হলেন বিক্রান্স বিজনেসের একটি উপজেলার সর্বোচ্চ সম্মানিত নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু প্রতিনিধি নন—তিনি একজন দূরদর্শী নেতা, যিনি সংগঠনের লক্ষ্য, নীতি ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেন। "উপজেলা প্রতিনিধি" কোনো সাধারণ পদ নয়; এটি নেতৃত্ব, সম্মান ও অসীম সম্ভাবনার প্রতীক। তাঁর নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে শক্তিশালী জেলা টিম, আর তাঁর হাত ধরেই বিজনেস এগিয়ে যায় সফলতার নতুন উচ্চতায়।

উপজেলা প্রতিনিধি হওয়ার জন্য করণীয়

❑ ১. প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন:
প্রথমে ৭টি প্রোডাক্ট ক্রয় করে বিক্রান্স বিজনেসে নিজের প্রোফাইল তৈরি করুন। এটি হবে আপনার নেতৃত্বের যাত্রার প্রথম ছোট্ট ধাপ, যা ধীরে ধীরে আপনাকে শক্তিশালী টিম গড়ে তুলতে এবং নতুন সুযোগের দিকে এগোতে সাহায্য করবে।

২. নিজস্ব টিম গঠন:
ইনকাম বৃদ্ধির জন্য আপনি নিজে যুক্ত হওয়ার পর ১ জনকে সঙ্গে নিয়ে বা ৫ জনের বেশি নিয়ে টিম শুরু করতে পারেন। ভালো ইনকামের জন্য ন্যূনতম ৫ জনের টিম সুপারিশ করা হয়। সর্বোচ্চ ২৫ জন পর্যন্ত টিম গড়ে তোলা সম্ভব। আপনার সংযোগে যারা যুক্ত হবেন, তাদের বিক্রান্স বিজনেসের স্বাধীন উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করুন। প্রতিটি প্রোডাক্ট বিক্রয় থেকে ৪০ টাকা কমিশন পাবেন, যা ধীরে ধীরে স্থায়ী আয়ের ভিত্তি তৈরি করে। যদি আপনি ৫ জনের টিম দিয়ে শুরু করেন, তাদের প্রোডাক্ট বিক্রয়ই আপনার ইনকাম দ্রুত বাড়াবে। পরবর্তী ৩ থেকে ৪ মাসে ২৫ জনকে উপজেলা প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তুললে, কেবল আয় বাড়বে না—আপনি দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের পথও তৈরি করবেন এবং অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণার উদাহরণ হবেন।

৩. আবেদন প্রক্রিয়া:
যখন আপনার নিজস্ব সংযোগে কমপক্ষে ৫ জন সদস্য নিয়ে টিম সম্পন্ন হবে তখন আপনি অফিসিয়ালভাবে ঔষধ কোম্পানির অনুমোদিত সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে প্রয়োজনীয় আইডি কার্ড, ভিজিটিং কার্ড, পেপার্স ও অন্যান্য সামগ্রীর জন্য আবেদন করতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ যাচাই-বাছাই শেষে আপনাকে কোম্পানির মাঠ পর্যায়ে কাজ করার জন্য বৈধ কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করবে। অনুমোদন প্রাপ্তির পর আপনি বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে নির্বিঘ্নে সেলস কার্যক্রম পরিচালনা করার অধিকার পাবেন।

৪. সক্রিয়তা বজায় রাখা:
প্রতিমাসে ৩০ তারিখের আগে উপজেলা প্রতিনিধিকে নিজের আইডি থেকে ১২টি প্রোডাক্ট ক্রয় করতে হবে। অন্যথায় পরবর্তী ১ তারিখ থেকে আইডিতে কোনো কমিশন জমা হবে না। তবে অন্যান্য কার্যক্রম সচল থাকবে। একটি সুযোগ যাতে সক্রিয় থেকে স্থায়ী আয়ের পথ গড়ে তুলতে পারেন।

১ জন বিভাগীয়

১জন বিভাগীয় প্রতিনিধির অধীনে থাকবেন থাকবেন— ২৫ জন জেলা প্রতিনিধি, ১জন জেলা প্রতিনিধির অধীনে থাকবেন ২৫ জন উপজেলা প্রতিনিধি, ১ জন উপজেলা প্রতিনিধির অধীনে থাকবেন ২৫ জন ইউনিয়ন প্রতিনিধি এবং ১ জন ইউনিয়ন প্রতিনিধির অধীনে থাকবে ন্যূনতম ২৫ জন ওয়ার্ড প্রতিনিধি। প্রত্যেকের একইভাবে নূন্যতম ৭টি প্রোডাক্ট ক্রয় করে বিক্রান্স বিজনেসে উদ্যোক্তা প্রোফাইল তৈরি করতে হবে এবং তাদের প্রত্যেককেই আইডি সচল রাখতে প্রতি মাসে ৩০ তারিখের আগে সকল প্রতিনিধিকে নিজের আইডি থেকে ১২টি প্রোডাক্ট ক্রয় করতে হবে। অন্যথায় পরবর্তী ১ তারিখ থেকে আইডিতে কোনো কমিশন জমা হবে না। তবে অন্যান্য কার্যক্রম সচল থাকবে। একটি সুযোগ যাতে সক্রিয় থেকে স্থায়ী আয়ের পথ গড়ে তুলতে পারেন।

রেফার ইনকাম:

প্রত্যেক নতুন সদস্য যখন ৭টি প্রোডাক্ট ক্রয় করে জয়েন করবে বিভাগীয় প্রতিনিধি পাবেন প্রতি প্রোডাক্টে ১০০ টাকা করে কমিশন। অর্থাৎ প্রত্যেক সদস্য থেকে ৭০০ টাকা অর্থাৎ ২৫ জন সম্পন্ন হলে মোট পাবেন ১৭,৫০০ টাকা। একইসাথে বিভাগীয় অনুমোদন পাওয়ার সাথে সাথেই পাবেন জেলা প্রতিনিধি বোনাস আরও ৭,০০০ টাকা।

প্রোডাক্টের বিপরীতে :

২৫ জন জেলা প্রতিনিধি সম্পূর্ণ হলে প্রতি সদস্যের ৭টি প্রোডাক্টের বিপরীতে ৪০ টাকা করে কমিশন পাবেন। অর্থাৎ ২৫ × (৭×৪০) = ৭,০০০ টাকা বোনাস ইনকাম।

নিয়মিত কমিশন

পরবর্তীতে তার অধীন প্রতিনিধি টিম যখনই কোম্পানির প্রোডাক্ট ক্রয় করবে বিভাগীয় প্রতিনিধি প্রতি প্রোডাক্টে ৪০ টাকা করে নিয়মিত কমিশন পাবেন।

টিম যত বড় হবে, তার ইনকাম তত বৃদ্ধি পাবে — অবিরামভাবে।

স্তরভিত্তিক সর্বমোট কমিশন প্রাপ্তি

স্তরভিত্তিক আয় এমন একটি আয়ের ধরণ, যা একবার ভিত্তি তৈরি হলে পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রাথমিক প্রচেষ্টাই পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিক ও স্থায়ী উপার্জনের পথ খুলে দেয়। এখানে আপনার আয়ের সম্ভাবনা সীমাহীন, কারণ টিম বড় হলে আয়ের গতি নিজে থেকেই বাড়ে। ফলে এটি হয়ে ওঠে সত্যিকারের দীর্ঘমেয়াদি ও অবিশ্বাস্য একটি ইনকাম সোর্স।

ইউনিয়নস্তর : ১৫,৬২৫ × ১২ × ৪০ = ৭৫,০০,০০০/=

উপজেলাস্তর : ৬২৫ × ১২ × ৪০ = ৩,০০,০০০/=

জেলাস্তর : ২৫ × ১২ × ১৪০ = ৪২,০০০ /=

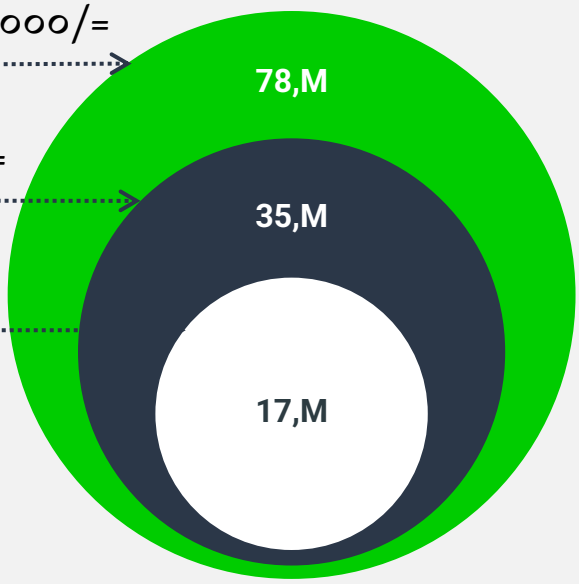

প্রতিটি ধাপ সফলভাবে সম্পন্ন হলে মোট আনুমানিক সম্ভাব্য আয় = ৭৮,৪২,০০০ টাকা প্রায় আটাত্তর লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা যা পরবর্তীতে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে পাওয়া সম্ভব প্রত্যেক বিভাগীয় প্রতিনিধির।

সম্ভাব্য ইনকাম যাচাই করুন

৭৮ লক্ষ টাকা | ৩৯ লক্ষ টাকা | ১৯ লক্ষ টাকা | ৯ লক্ষ টাকা

৬ % কাজ হলে প্রতি মাসে ইনকাম দাঁড়াবে	৩ % কাজ হলে প্রতি মাসে ইনকাম দাঁড়াবে
৪ লক্ষ টাকা	২ লক্ষ টাকা

প্রতিনিধির করণীয় কাজ

আজকের পৃথিবীতে

প্রতিটি কাজই কোনো না কোনোভাবে মার্কেটিংয়ের সাথে জড়িত। যে মানুষ নিজের কাজকে সুন্দরভাবে প্রচার করতে জানে সে সহজেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে পারে। বিক্রান্স সিস্টেম এই কাজটিকে করেছে আরও সহজ ও বাস্তবমুখী যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়েই মাত্র তিনটি সহজ ধাপের মাধ্যমে নিজেদের আয়, উন্নয়ন ও আত্ম নির্ভরতার শিখরে পৌঁছাতে পারে।

বিক্রান্স মার্কেটিং কাজের শক্তি
কাজ হবে একবার ইনকাম হবে বার বার

বিক্রান্সে বড় লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রথমেই ব্যবসায়িক পরিকল্পনা টি গভীরভাবে বুঝতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষ সেলস টিম গঠন করলেই টেকসই আয়ের পথ উন্মুক্ত হবে। একবার শক্তিশালী সেলস টিম তৈরি হলে, বর্তমান ও ভবিষ্যতে স্থায়ীভাবে উল্লেখযোগ্য আয় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বিক্রান্স বিজনেস পরিকল্পনাটি এমনভাবে নির্মিত, যাতে আর্থিক স্বপ্ন পূরণের পাশাপাশি পেশাগত সম্মান ও মানসিক প্রশান্তি অর্জন সম্ভব। এখানে আন্তরিক, পরিশ্রমী, ইতিবাচক ও নেতৃত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা স্বল্প সময়ের কার্যকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে সফল হতে পারেন। এই পরিকল্পনা প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে আত্মনির্ভর, দক্ষ ও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার এক অনন্য সুযোগ প্রদান করে।

বিক্রান্স বিজনেস পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ প্রমাণিত এবং সফলতার নিশ্চয়তা বহন করে। এখানে কোনো ব্যক্তিগত চিন্তা বা আলাদা কৌশলের প্রয়োজন নেই। শুধু বিক্রান্স মেন্টরের নির্দেশনা অনুসরণ করলেই আপনি ধীরে ধীরে আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে পারবেন, আপনার পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে এবং স্বপ্নকে বাস্তবেরূপ দেওয়ার পথ সুগম হবে

কমিশন উত্তোলন

বিকাশ নগদ

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক

কমিশন গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সহজ, দ্রুত ও স্বচ্ছ রাখতে বিক্রান্স সিস্টেম একটি নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা তৈরি করেছে। শুরু থেকেই আমরা এমন একটি গ্রাহক-বান্ধব সিস্টেম গড়ে তুলেছি, যেখানে প্রতিটি পেমেন্ট নিরাপদ, নির্ভুল এবং ট্র্যাক যোগ্য ভাবে সম্পন্ন হয়। গ্রাহকের প্রাপ্য অর্থ যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিক্রান্স একটি দক্ষ ও সচেতন টিম সার্বক্ষণিক কাজ করছে। অটোমেটিক সিস্টেমের মাধ্যমে প্রতিটি সদস্যকে একদম নির্ভুলভাবে কমিশন প্রদান করা হয়, যা গ্রাহকের আস্থা ও সন্তুষ্টি বাড়ায়।

কমিশন প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশান্তি প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। বর্তমানে বিকাশ, নগদ ও ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে কমিশন গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। প্রত্যেকে নিজের একাউন্ট ব্যবহার করে খুব সহজেই কমিশন উত্তোলন করতে পারেন। কমিশন গ্রহণের মাধ্যম bKash | Nagad | Bank Account কমিশন প্রক্রিয়াকে সর্বদা সহজ, স্বচ্ছ ও নিরাপদ রাখার মাধ্যমে বিক্রান্স সিস্টেম প্রতিটি গ্রাহকের বিশ্বাস অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

www.bikrans.com

১. গ্রাহকের অর্ডার গ্রহণ
গ্রাহক অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নিজের পছন্দ অনুযায়ী প্রোডাক্ট নির্বাচন করে অর্ডার প্রদান করে

২. স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমঃ
অর্ডার পাওয়া মাত্র সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রোডাক্টের বিস্তারিত তথ্য ও ডেলিভারি প্রক্রিয়া শুরু করে

৩. পেমেন্ট প্রসেসিং (SSLCOMMERZ):
গ্রাহক SSLCOMMERZ পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে অনলাইনে প্রোডাক্টের মূল্য পরিশোধ করেন। পেমেন্ট সফল হলে একটি ভাউচার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়্যারহাউসে চলে যায়।

ব্যবসায়িক বিজনেস প্রোডাক্ট ডেলিভারি প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম

ওয়্যারহাউস কনফার্মেশন:
ওয়্যারহাউস অর্ডার যাচাই করে এবং প্রোডাক্ট প্রস্তুত করে পাঠানোর জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ডেলিভারি সেবা (COURIER SERVICE)

পণ্যের দূরত্ব ও অবস্থান অনুযায়ী নিম্নলিখিত কুরিয়ার সার্ভিস গুলোর যেকোনো একটি বেছে নেওয়া হয়:

দ্রুত গতিতে প্রোডাক্ট পৌঁছানোই মূল লক্ষ্য

পাঠাও, স্টেডফাস্ট, সুন্দরবন, জননী কুরিয়ার , করতোয়া এস এ পরিবহন প্রোডাক্ট প্রেরণ ও ট্র্যাকিং: প্রোডাক্ট ও তার সংযুক্ত কাগজপত্রসহ নির্দিষ্ট কুরিয়ারের মাধ্যমে গ্রাহকের ঠিকানায় পাঠানো হয়। গ্রাহক চাইলে ট্র্যাকিং নম্বরের মাধ্যমে অর্ডারের অবস্থা দেখতে পারেন।

BIKRANS
The truth will be revealed

বিক্রান্স বিজনেস পর্যালোচনা

- আর্থিক লাভ আর্থিক ক্ষতি ?
- আর্থিক উন্নয়ন কতটা জরুরী ?
- অর্থ আয় এবং মানসিকতার গুরুত্ব
- সুস্থতা এবং অর্থ আয়ের চেষ্টা
- আর্থিক উন্নয়নের জন্য পথ প্রদর্শক
- বাস্তবতার চোখে আবেগীয় জীবন

www.bikrans.com

জীবন জীবিকা আর্থিক
ক্রাইসিস প্রোপার সলিউশন
বিক্রান্স বিজনেস

www.bikrans.com